ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

জানেন চল্লিশের পর মেয়েরা গোপনে কী করে?

পৃঃ ৫

আগামী বিশ্বকাপে খেলবেন না মেসি; জানালেন যিনি

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৫০ ● কলকাতা ● ২৩ ভাদ্র, ১৪৩০ ● রবিবার ● ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

এবার বই আকারে প্রকাশ পাচ্ছে

বাংলার উন্নয়নের খতিয়ান! দ্রুত প্রকাশিত হবে 'দুই মলাটের সাফল্য'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এবার রাজ্যের সাফল্য বন্দি হতে চলেছে দুই মলাটের মধ্যে। এই কাজ প্রথমে অসম্ভব মনে হলেও, সমস্ত দপ্তরের কর্মী ও আধিকারিকদের প্রচেষ্টায় সাফল্যের মুখ দেখেছে এই উদ্যোগ। জানা যাচ্ছে এই কাজ অনেকটাই সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। সূত্রের খবর, খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হতে চলেছে রাজ্যের উন্নয়নের এই খতিয়ান পুস্তক।এই বইতে উল্লেখ করা হয়েছে ২০১১ থেকে চলতি আর্থিক বছরের প্রথম ছ'মাসে রাজ্যের ৩৪১ ব্লক ও ৬৭টি সাব ডিভিশনে উন্নয়নের খতিয়ান। আর কী কী থাকছে এই বইতে? এই উদ্যোগের সাথে জড়িত প্রশাসনের এক কর্তা জানিয়েছেন, স্বাস্থ্য সাথীর মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে ২.৫ কোটি পরিবার। এই প্রকল্পের জন্য সরকারের মাসিক প্রায় ৩০০ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে।একাধিকবার রাজ্যের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা বন্ধ করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এমনকি গত কয়েক বছর ধরে আসছে না ১০০ দিনের কাজের টাকাও। কিন্তু রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, কাজ বন্ধ নেই

এরপর ৩ পাতায়

জি২০ শীর্ষ সম্মেলনে মোদি 'ভারত' নেমপ্লেট

ব্যবহার করায় ক্ষুব্ধ 'ইন্ডিয়া'র নেতারা

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর: নিউজ সারাদিন : জি২০ শীর্ষ সম্মেলনের আসরেও পৌঁছে গেল ভারত বনাম ইন্ডিয়া বিতর্ক ।বিজেপির তরফে পালটা ভারত নামের স্বপক্ষে একাধিক যুক্তি সাজানো হয়েছে । কিন্তু শনিবার জি২০-র মঞ্চে দেশের নাম ভারত হিসেবে তুলে ধরায় বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন যে এখন থেকে কেন্দ্রের মোদি সরকার বিশ্বের কাছে দেশকে ভারত হিসেবেই পরিচিত করতে চাইছে ।এতদিন এই ধরনের যে কোনও বহুদেশীয় সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধির সামনে ইন্ডিয়া লেখা থাকত । কিন্তু শনিবার নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপমে জি২০ শীর্ষ সম্মেলন শুরুর পর দেখা যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সামনে দেশের নাম হিসেবে লেখা ভারত । কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপে খুশি নয় বিরোধীদের 'ইন্ডিয়া' জোট । তাই তারা এই নিয়ে সমালোচনায় সরব হয়েছে । প্রাক্তন সাংসদ এবং সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হান্নান মোল্লা ইটিভি ভারতকে বলেন, "বিজেপি সরকার স্বৈরাচারী হয়ে উঠেছে । তারা যা খুশি তাই করে । ভারত ও ইন্ডিয়ার মধ্যে বিতর্কের মধ্যে (প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র) মোদির ভারত নেমপ্লেট ব্যবহার করার পদক্ষেপ দেখায় যে এই দল গণতন্ত্রকে এবং সেই সঙ্গে বিরোধীদেরও সম্মান করে না। "লোকসভার কংগ্রেস সাংসদ আবদুল খালেক এটাকে ক্ষমতাসীন বিজেপির উপহাস বলে অভিহিত করেছেন । তিনি বলেন, "বিশ্ব আমাদের দেশকে ইন্ডিয়া বলে জানে ।

এরপর ৩ পাতায়

মাধ্যমিক হবেই, জাতীয় শিক্ষানীতির

সুপারিশকে ফুতকারে উড়িয়ে জানাল রাজ্য

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জাতীয় শিক্ষানীতিতে মাধ্যমিক বা দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষা তুলে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকার সেই পথে হাঁটছে না। এতদিন যেভাবে মাধ্যমিক পরীক্ষা চলে আসছিল, রাজ্যের শিক্ষানীতিতে সেভাবেই মাধ্যমিক পরীক্ষা ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। রাজ্য শিক্ষানীতিতে এই মাধ্যমিক পরীক্ষা রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত যথার্থ বলেই মনে করছেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য।প্রসঙ্গত, রাজ্যের শিক্ষানীতিতে ইতিমধ্যেই উচ্চমাধ্যমিক স্তরে অর্থাত একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে সেমেস্টার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, আগামী তিন বছরে ধাপে ধাপে এই সেমেস্টার ব্যবস্থা অষ্টম শ্রেণি থেকে শুরু করার জন্যও সুপারিশ করেছে কমিটি।তাঁর ব্যাখ্যা, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হল স্কুলজীবনের শেষ পরীক্ষা। এরপর উচ্চশিক্ষার দিকে অগ্রসর হয় পড়ুয়ারা। আর এক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হয়ে ওঠে। শুধু তাই

এরপর ৩ পাতায়

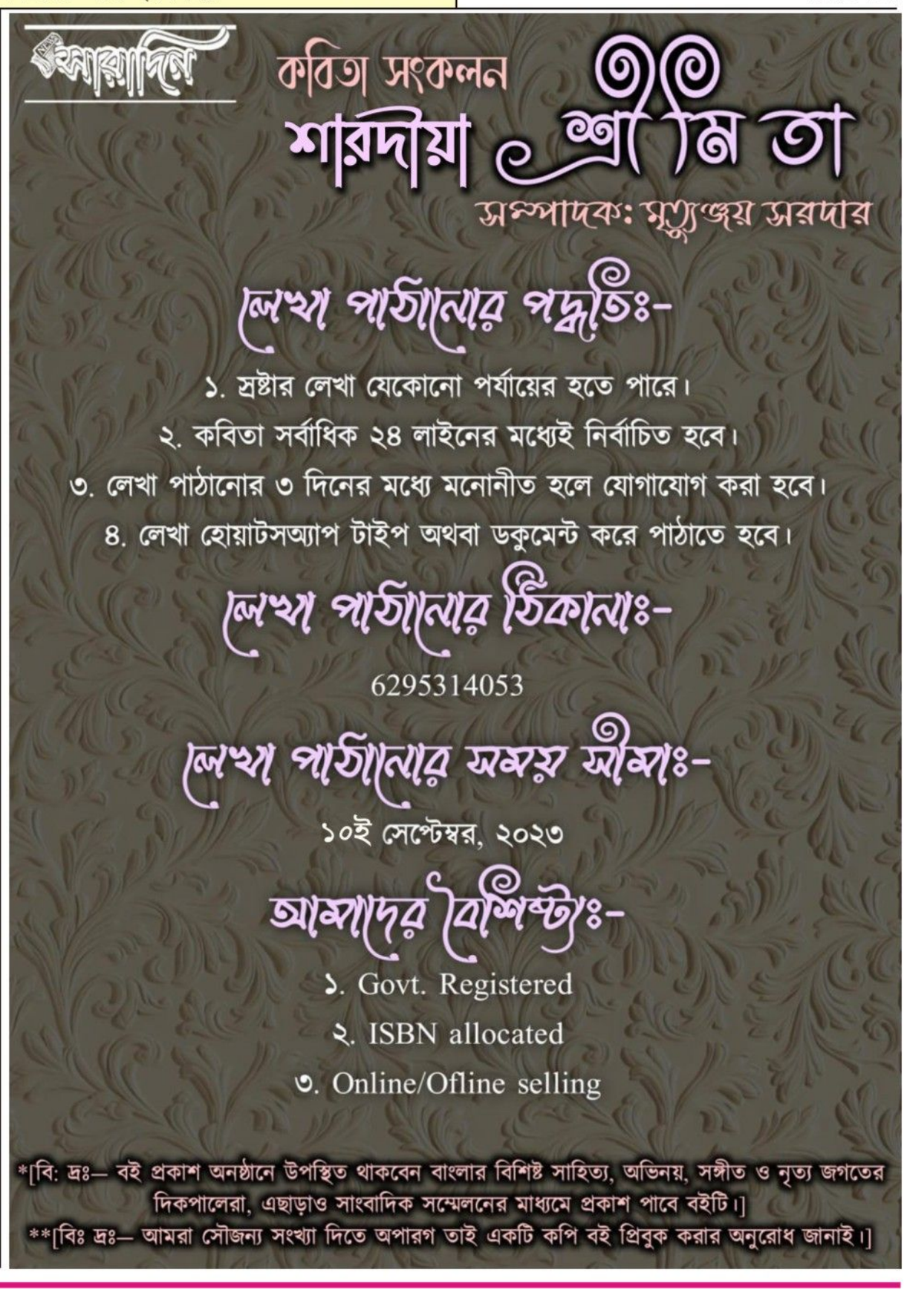

ডায়ালিসিস কেনো হবে না

ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে, রুগীর পরিবারের সদস্যরা বিক্ষোভ

বাইজিদ মণ্ডল, ডায়মন্ড হারবার: নিউজ সারাদিন : ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে ডায়ালিসিস কেনো হচ্ছে না সেই নিয়ে রুগীর পরিবারের সদস্যরা বিক্ষোভ মিছিল বের করে। কাঠ গড়ায় ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল। সূত্রে খবর ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে রুগীদের ডায়ালিসিস নিয়মিত হচ্ছে সরকারি হাসপাতালে এমন দশা। সেই জন্য রুগীদের কথা ভেবে ,রুগীর পরিবারের সদস্যরা এমন দশা দেখে ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। পরক্ষনেই তড়িঘড়ি ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ডেপুটি সুপার সুপ্রিম সাহা এসে বিক্ষোভ কারী রুগীর পরিবারের সদস্য দের সঙ্গে দেখা করে কথা বলেন। এবং ডেপুটি সুপার তাদেরকে আশ্বাস দেন যেমন ভাবে রুগী রা ডায়ালিসিস ও অন্যান্য পরিসেবা নিয়মিত সঠিক ভাবে পরিসেবা পেয়ে আসছে এখনও তেমনই ভাবে পরিসেবা পাবে। কিছু একটা অসুবিধার কারণে রুগীদের পরিসেবা তেমনটা সঠিক ভাবে সক্ষম হয়ে ওঠেনি, এখন থেকে আর কোনো ঘাটতি হবে না। এই আশ্বাস পেয়ে বিক্ষোভ কারিরা তাদের বিক্ষোভ মিছিল তুলে নেয়।

টি-সিরিজের দিব্যা খোসলা কুমার ও বাঙালি অভিনেতা যশ

তাদের ছবি "ইয়ারিয়াঁ ২" এর প্রচারের জন্য iLEAD-এ আসেন

Kolkata, 8th September, 2023: নিউজ সারাদিন : "ইয়ারিয়াঁ ২" ছবির অভিনেত্রী দিব্যা খোসলা এবং অভিনেতা যশ দাশগুপ্ত, শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ করতে এবং তাদের আসন্ন এই ছবির প্রচার করতে iLEAD ক্যাম্পাস পরিদর্শন করেন। এই ছবিটি ২০ই অক্টোবর,২০২৩-এ মুক্তি পেতে চলেছে।

শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময়ের সোময়ে উভয় অভিনেতাই ছবির গল্প সম্পর্কে তথ্য শেয়ার করেন এবং শুটিং চলাকালীন তাদের কিছু মজার মুহূর্তও শেয়ার করেন। আসন্ন ছবির একটি গান "শ্বাশো কী মালা পে সীমরূ ময় তেরা নাম" এই অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হয়। অতিথিদের জন্য কলেজের শিক্ষার্থীরা নাচের প্রদর্শন করেন এবং প্রধান অভিনেত্রী দিব্যা খোসলা কুমারও ছাত্রদের সঙ্গে পা নাড়লেন। রখঊঅউ-এর প্রতিক্রিয়া দেখে উনি খুবই খুশি হয়েছিলেন। ওনার সাথে সহ-অভিনেতা যশ দাশগুপ্ত ও ছিলেন, তিনি বাংলার একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় মুখ।

রাধিকা রাও এবং বিনয় সাপ্রু পরিচালিত,"ইয়ারিয়াঁ ২" ছবিটি মুম্বাই, ভারতের তিন কাজিন দের যাত্রা এবং তাদের আত্ম-আবিষ্কারের উপর ভিত্তি করে তৈরি। ছবিটি বন্ধুত্ব, প্রেম এবং ভাইবোনের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়বস্তুর একটি নিখুঁত চিত্র প্রস্তুত করে। রখঊঅউ, সৃজনশীলতার একটি স্কুল হওয়ায়, বিনোদন শিল্পে প্রতিভা বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতির জন্য বিখ্যাত, এটিকে এই ধরনের ইভেন্টের জন্য একটি আদর্শ স্থান করে তুলেছে। এই ছবিটির প্রচারমূলক ইভেন্টটি iLEAD-এর সমস্ত ছাত্রদের জন্য একটি স্বাদের মতো। ছবিটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেলেই আমরা প্রত্যাশা সম্পর্কে ধারণা করতে পারবো।

চিকিৎসার গাফালতিতে

শিশু মৃত্যুর জেরে নার্সিংহোম ভাঙচুর

আমিরুল ইসলাম,চাঁচল, মালদা: নিউজ সারাদিন : চিকিৎসার গাফালতিতে সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনার সৃষ্টি হল মালদহের স্টার স্টার নার্সিংহোম নামে চাঁচলের এর একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে। ওই ঘটনার পর পরিবারের লোকের চিকিৎসকের সঙ্গে বসচা শুরু হয় পাশাপাশি ওই নার্সিংহোম ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে চাঁচলের থানার পুলিশ পরে উত্তেজিত রোগীর পরিবারের লোকজনের সাথে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা যাচ্ছে গত মঙ্গলবার সোমা পারভিন নামে এক গর্ভবতী মহিলা চাঁচলের বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি হয়। তারপর বুধবার তাদের একটা ফুটফুটে বাচ্চা হয়। সেই সময় পরিবারের লোকজন খুশিতে আত্মহারা থাকে।

কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই সেই সদ্যজাত শিশুর হয় জ্বর।সেই সদ্যজাত শিশুর চিকিৎসায় ব্যর্থ হয় নার্স ও চিকিৎসকরা। তারপর সেখানে সেই সদ্যজাত শিশুকে দুগ্ধ পান করাতে গিয়েই ঘটে বিপত্তি। অভিযোগ সেই সদ্যজাত শিশুকে দুগ্ধ পান করাতে গিয়ে তার শ্বাস নলে আটকে যায়। আর তারপরেই সেই সদ্যোজাত শিশুর দম বন্ধ হয়ে যায়। তারপরে শিশুটিকে তার পরিবারের লোকজন কোলে নিতে চাইলে কর্তব্যরত নার্স এবং চিকিৎসকরা তাঁতে বাধা দেয়। চিকিৎসকরা বলেন কোন সমস্যা নাই আমরা পুরো বিষয়টা দেখছি আপনারা বাড়ি যান। ফলে রোগীর লোকজন বাড়ি চলে গেলে ত্রিশ মিনিট পর ফোন করে জানায় যে আপনাদের শিশুর অবস্থা খুবই খারাপ তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। ফলে তড়িঘড়ি নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ বাচ্চাটিকে রেফার করে দেয় সরকারি হাসপাতালে। আমরা তারপর নার্সিংহোমে এসে বাচ্চাকে নিয়ে আসি সরকারি হাসপাতালে। সাথে সাথেই বাচচাটিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক চিকিৎসার পরেই সেই সদ্যজাত শিশুকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তারপর ওই পরিবারের লোকজন সেই বেসরকারী নার্সিংহোমে গিয়ে ভাঙচুর চালায় এবং চিকিৎসককে মারধর পর্যন্ত করে। পরে পুলিশ এসে উত্তেজিত পরিবারের লোকজনের সাথে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। এই ঘটনায় পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মা তারার টানে রাশিয়া থেকে

তারাপীঠে "যোগীনী অন্নপূর্ণা", কৌশিকী অমাবস্যায় করবেন মহাযজ্ঞ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর অর্থাত বৃহস্পতিবার ভাদ্র মাসের কৌশিকী অমাবস্যা। এই তিথিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ ভিড় জমান তারাপীঠে মা তারার কাছে। রাজ্য তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই বিপুল ভক্ত তারাপীঠে আসেন ওই বিশেষ তিথিতে। এই বছরও তার ব্যতিক্রম ঘটবে না।এদিকে অন্নপূর্ণা জানিয়েছেন, কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে তিনি এখানে আসেননি। বরং, হঠাত মায়ের টানে তিনি পৌঁছে গিয়েছেন তারাপীঠে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষ্যে বিপুল ভক্ত সমাগমের জন্য নিরাপত্তায় কোনো খামতি রাখা হচ্ছে না। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় ওয়াচ টাওয়ারের পাশাপাশি লাগানো হচ্ছে শতাধিক সিসিটিভি ক্যামেরা। জানিয়ে রাখি যে, কৌশিকী অমাবস্যার আগে তারাপীঠের মন্দিরে নতুন করে রং করা হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে।শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যেই ভক্তদের ভিড় সামাল দেওয়ার উদ্দেশ্যে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে স্থানীয় প্রশাসন।

এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি যে, কৌশিকী অমাবস্যায় বহু তন্ত্রসাধক তারাপীঠ মহাশ্মশানে এসে মহাযজ্ঞ করে থাকেন। মনে করা হয় যে, ওই মহাশ্মশানে আবাস রয়েছে মা তারার। তারাপীঠের মহাশ্মশানে দেবী বাস করেন জ্যোতি রূপে। এমতাবস্থায়, কৌশিকী অমাবস্যার বিশেষ তিথিতে দূর-দূরান্ত থেকে ভক্তরা মনস্কামনা পূরণের জন্য আসেন মা তারার কাছে।

সেই আশাতেই এবার সুদূর রাশিয়া থেকে তারাপীঠ মহাশ্মশানে এসেছেন মা তারার ভক্ত যোগীনী অন্নপূর্ণা নাথ। বিশ্বাস অনুযায়ী, কৌশিকী অমাবস্যার এই তিথিতে তারাপীঠ মহাশ্মশানে মহাযজ্ঞ করলে পূরণ হয় মনস্কামনা। পাশাপাশি পূর্ণতা পায় মহাযজ্ঞ। আর সেই লক্ষ্যেই যোগীনী অন্নপূর্ণা নাথ উপস্থিত হয়েছেন মহাশ্মশানে।

এই প্রসঙ্গে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানা গিয়েছে যে, গত শনিবার তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা তারাপীঠের মহাশ্মশানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। সবথেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, রাশিয়ার পাশাপাশি, থাইল্যান্ড এবং দিল্লি থেকেও বহু সাধু-সন্ন্যাসীরা ইতিমধ্যেই উপস্থিত হয়েছেন তারাপীঠে। এমতাবস্থায়, কৌশিকী অমাবস্যার দিন তাঁরা সবার মঙ্গল কামনায় মহাযজ্ঞ করবেন।

প্রাচীন ভারতের সুরলহরীতে অতিথি আপ্যায়ন,

রাষ্ট্রপতির নৈশভোজে বিশেষ আয়োজন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জি ২০ সম্মেলনে জমজমাট রাজধানী। বিশ্বের তাবড় রাষ্ট্রনেতারা এখন দিল্লিতে । ঐতিহ্য মেনে 'অতিথি নারায়ণ'-এর আপ্যায়নে বিন্দুমাত্র ফাঁক রাখছে না আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজক দেশ ভারত। সেই সূত্রেই শনিবার রাষ্ট্রপ্রধানদের নৈশভোজে আমন্ত্রণ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ।প্রসঙ্গত, ভারতের নেতৃত্বে হওয়া এই সম্মেলনের থিম 'বসুধৈব কুটুম্বকম'। পরম্পরা মেনেই শনিবার বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রেক্ষাপটে ওড়িশার কোনারক সূর্য মন্দিরের রথের চাকার একটি কোলাজ। তার সামনে দাঁড়িয়ে একে একে অতিথিদের স্বাগত জানালেন মোদি। আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সব ক্ষেত্রে দেশের ঐতিহ্যকে তুলে ধরাই উদ্দেশ্যে। শনিবার রাতের সঙ্গীতানুষ্ঠানের ফোকাসও তাই।মহাভোজের আগে সন্ধ্যায় অতিথি আপ্যায়নে থাকছে বিশেষ সঙ্গীতানুষ্ঠান। যেখানে গোটা বিশ্ব সাক্ষী হবে প্রাচীন ভারতের সুরলহরীতে। বাজবে রুদ্রবীণা, রাবণহাথা ইত্যাদি।

বিশেষ এই নৈশভোজের আয়োজন করা হয়েছে ভারত মন্ডপমে। সেখানেই তুলে ধরা হবে দেশের বিভিন্ন ধারার সমৃদ্ধ সঙ্গীতের ঐতিহ্যকে। অন্যতম উপস্থাপনা 'ভারত বাদ্য দর্শনম' বা 'ভারতীয় সঙ্গীতের যাত্রা' তুলে ধরবে 'গান্ধর্ব আরাধ্যম' নামের একটি সাঙ্গীতিক দল। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মীনাক্ষী লেখি জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপতির আতিথেয়তায় বিশেষ নৈশভোজ উপলক্ষে সঙ্গীতানুষ্ঠানটি চলবে ঘণ্টা তিনেক ধরে। সেখানেই রুদ্রবীণা, রাবণহাথা, তবলা, পাশাপাশি পিয়ানোর অনুষ্ঠান করবেন একাধিক শিল্পীরা। লেখি বলেন, 'আমাদের কাছে হিন্দুস্তানি এবং কর্নাটিক সঙ্গীতের উত্তরাধিকার রয়েছে। বিশেষভাবে সক্ষম শিল্পীরাও রাষ্ট্রপতি মুর্মু কর্তৃক আয়োজিত নৈশভোজে অনুষ্ঠান করবেন। যা আমাদের সকলের জন্য অত্যন্ত গর্বের মুহূর্ত হয়ে উঠবে।'

দুর্গাপুজো হলে গণেশপুজো নয় কেন, প্রশ্ন আদালতের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : যে জমিতে দুর্গাপুজো হয়, সেই জমিতে কেন গণেশপুজো করা যাবে না, প্রশ্ন তুলল আদালত। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য বলেন, গণপতি বাপ্পার অপরাধটা কী। এটা কি লিঙ্গ বৈষম্য নয়?কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য বলেন, সরকারি অনুষ্ঠান আর দুর্গাপুজোর মধ্যে মিল কোথায়। উন্নয়ন পর্ষদের এই সিদ্ধান্ত অবাস্তব। এই সিদ্ধান্ত সিদ্ধি বিনায়ক পুজো কমিচির সাম্যের অধিকারকে আঘাত করেছে। বিচারপতি ভট্টাচার্য বলেন, আমি বুঝতে পারছি না, এখানে দুর্গাপুজো করা গেলে গণেশপুজো করা যাবে না কেন? এটা তো লিঙ্গ বৈষম্যের ব্যাপার হয়ে যাচেছ। আদালতের নির্দেশ, ১৮ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর ওই জায়গায় গণেশপুজো করতে দিতে হবে।আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের একটি ফতোয়া ঘিরে এই প্রশ্ন সামনে এসেছে। গত বছরের ৯ ডিসেম্বর আসানসোল দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি সিদ্ধান্ত নেয়, সংশ্লিষ্ট সরকারি জমিতে কেবল সরকারি অনুষ্ঠান এবং দুর্গাপুজো করা যাবে।অন্য কোনও পুজো বা অনুষ্ঠান করা যাবে না। সেখানে গণেশপুজো করতে চেয়ে আবেদন করা হয়। সেই আবেদন নাকচ করে দেয় ওই পর্ষদ। তা নিয়ে মামলা হয়।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

১-ম পাতার পর

জি২০ শীর্ষ সম্মেলনে মোদি 'ভারত' নেমপ্লেট ব্যবহার করায় ক্ষুব্ধ 'ইন্ডিয়া'র নেতারা

সংবিধানেও বিশেষভাবে ইন্ডিয়ার উল্লেখ আছে। নির্বাচনে পরাজয় ঢাকতে এটা বিজেপি সরকারের একটা চক্রান্ত।"

অন্যদিকে, বিদেশি প্রতিনিধিদের জন্য তৈরি জি২০ পুস্তিকাতেও 'ভারত' ব্যবহার করা হয়েছে। সেখানে লেখা হয়েছে - "ভারত, গণতন্ত্রের জননী"। ভারত দেশের সরকারি নাম। এটি সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং ১৯৪৬-৪৮ সালের আলোচনায়ও উল্লেখ করা হয়েছে।"উল্লেখ্য, সংবিধানের এক নম্বর অনুচ্ছেদে লেখা আছে 'ইন্ডিয়া, দ্যাট ইজ ভারত শ্যাল বি এ ইউনিয়ন অফ স্টেটস'। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সংবিধানে ভারত ও ইন্ডিয়া দু'টি নামকেই মান্যতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই এতদিন কোনও বিতর্ক হয়নি। সম্প্রতি জি২০ শীর্ষ সম্মেলন উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিশেষ নৈশভোজের আমন্ত্রণপত্র সামনে আসার পর এই নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। ওই আমন্ত্রণপত্রে রাষ্ট্রপতি ভবনের তরফে দ্রৌপদী মুর্মুকে 'প্রেসিডেন্ট অফ ভারত' বলে উল্লেখ করা হয়। এতদিন প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া লেখা হত।

এই নিয়ে বিরোধীরা হইচই শুরু করে। তাদের দাবি, সংবিধানের প্রস্তাবনা (প্রিঅ্যাম্বল)-এ 'উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া' লেখা আছে। তাই সরকারিভাবে দেশের নাম ইন্ডিয়া। বিজেপি সেই নাম বদলাতে চাইছে। কোনও কোনও মহল থেকে দাবি করা হয়, আগামী ১৮ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর সংসদে যে বিশেষ অধিবেশন বসতে চলেছে, সেখানে নাম বদলের বিষয়টি মোদি সরকার পাশ করাতে পারে। বিরোধীদের অভিযোগ, যেহেতু তারা 'ইন্ডিয়া' জোট তৈরি করেছে। তাই ভয় পেয়ে বিজেপি দেশের নাম বদলাতে চাইছে।

১-ম পাতার পর

এবার বই আকারে প্রকাশ পাচ্ছে বাংলার উন্নয়নের খতিয়ান! দ্রুত প্রকাশিত হবে 'দুই মলাটের সাফল্য'

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টায়। বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা রাজ্যের উদ্যোগেই পৌঁছে যায় উপভোক্তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে।

এই সংক্রান্ত বিস্তারিত থাকবে রাজ্যের নতুন বইতে। এছাড়াও নতুন এই বইতে তুলে ধরা হবে কীভাবে নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করে স্বনির্ভর প্রকল্পের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ ধীরে ধীরে রাজস্বর পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে। আসলে রাজ্য সরকার এই বইতে তুলে ধরতে চাইছে 'এক অসম লড়াইয়ের বিজয় গাঁথা।' সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নামকরণ করবেন এই বইয়ের।

জানা গেছে, বিভিন্ন দপ্তরের সচিবদের সাথে কয়েক মাস আগে বৈঠক হয় নবান্নের শীর্ষকর্তাদের। সেই বৈঠকেই উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরার জন্য বই প্রকাশের ভাবনা আসে। এরপর সেই ভাবনা মতো বিভাগীয় আধিকারিকদের সাথে আলোচনা করে প্রাথমিক রূপরেখা তৈরি করে দেন দপ্তরের প্রধান সচিবরা।

অন্যদিকে, কন্যাশ্রী-যুবশ্রীর মতো প্রকল্পগুলি সম্মানিত হয়েছে দেশ-বিদেশে। মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা বৃদ্ধি হয়েছে এই কন্যাশ্রী প্রকল্পের জন্য। এইচআইভির মতো রোগ কার্যত নির্মূল হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। এছাড়াও ২০২৫ সালের মধ্যে টিবি মুক্ত বাংলার জন্য কাজ চলছে। সরকারের এই ধরনের বিভিন্ন সাফল্যকে তুলে ধরা হবে এই বইতে।

১-ম পাতার পর

মাধ্যমিক হবেই, জাতীয় শিক্ষানীতির সুপারিশকে ফুতকারে উড়িয়ে জানাল রাজ্য

নয়, পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন পেশাগত ক্ষেত্রে ও উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্ট কাজে লাগে। ফলে যদি মাধ্যমিক পরীক্ষা না থাকে, তাহলে পড়ুয়াদের স্কুল জীবনের একমাত্র বড় পরীক্ষা হবে উচ্চমাধ্যমিক। সেক্ষেত্রে স্কুল জীবনের শেষ বড় পরীক্ষা দেওয়ার আগে পড়ুয়াদের নিজেদের মূল্যায়ন করার কোনও সুযোগ থাকবে না।

উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের মতে, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার আগে পড়ুয়াদের নিজেদের স্কুলগুলিও নিজেদের পঠন-পাঠন প্রস্তুতি হিসেবে মাধ্যমিক পরীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই মাধ্যমিক পরীক্ষা ব্যবস্থা অবশ্যই থাকা দরকার বলে মনে করছেন তিনি। এতে একদিকে যেমন পড়ুয়ারা নিজেদের মূল্যায়ন করার সুযোগ পায়, অন্যদিকে প্রক্রিয়া নিয়ে একটি মূল্যায়ন করতে পারে। তাই সরাসরি উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বসার বদলে, মাধ্যমিক পরীক্ষার মাধ্যমে একটি মূল্যায়নের পর পড়ুয়াদের স্কুলজীবনের শেষ বড় পরীক্ষায় বসাই শ্রেয় বলে মনে করছেন তিনি।

জানুয়ারি মাসেই রাম মন্দিরের উদ্বোধন করবেন মোদী

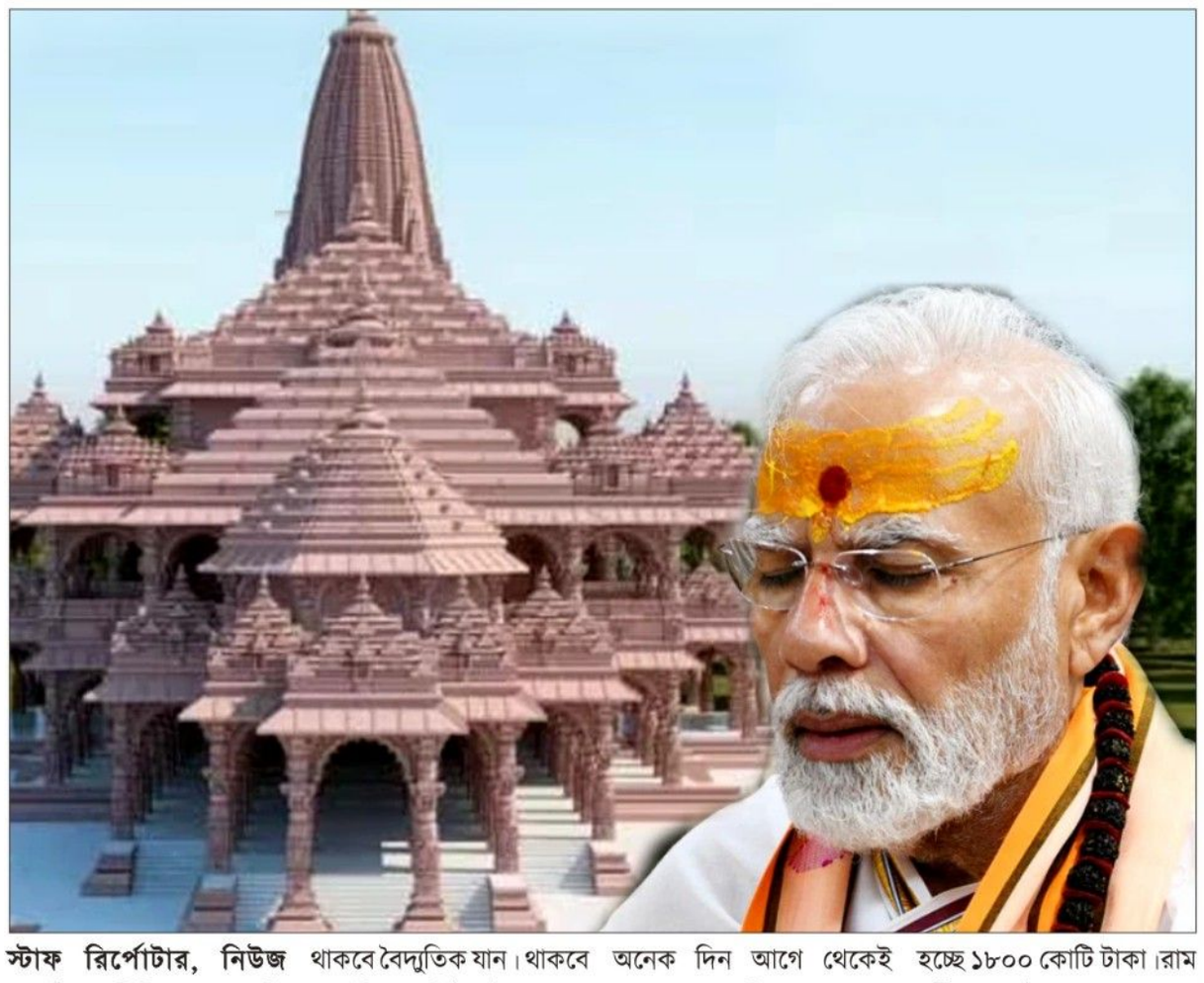

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দিল্লিতে চলছে জি ২৩ সম্মেলনের মতো মহাযজ্ঞ। তার মধ্যেই বড় খবর হল আগামী বছর জানুয়ারি মাসেই উদ্বোধন করা হবে অযোধ্যার রাম মন্দির। উত্তর প্রদেশ থেকে সংবাদমাধ্যমের খবর, জানুয়ারি মাসের ২২ তারিখে অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মন্দিরের ভেতরে পুণ্যার্থীদের যাওয়ার জন্য থাকবে বৈদ্যুতিক যান। থাকবে একাধিক পার্কিং লট, সোলার বিদ্যুতে প্রমোট করা হবে, রামের নামে একটি ডিজিটাল মিউজিয়াম তৈরি করা হবে। টানা ২ বছর ধরে চলছে রাম মন্দির নির্মাণের কাজ। আশা করা হয়েছিল ২০২৪ সালেই আনুষ্ঠানিকভাবে খুলে দেওয়া হবে রাম মন্দিরের দরজা। কোনও কোনও মহলের আশঙ্কা ছিল লোকসভা ভোটের আগেই উদ্বোধন করে দেওয়া হবে রাম মন্দির।

অনেক দিন আগে থেকেই শোনা যাচ্ছিল মকর সংক্রান্তিতে উদ্বোধন করা হবে রাম মন্দির। তার আগে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হবে রামলালা। যেভাবে মন্দিরটি তৈরি করা হয়েছে তাতে ভূমিকম্পে এটির কোনও ক্ষতি হবে না। এটি অন্তত ১০০০ বছর টিকবে। এমনটাই জানিয়েছিলেন রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টের সেক্রেটারি চম্পত রাই। মন্দির তৈরি করতে খরচ হচ্ছে ১৮০০ কোটি টাকা। রাম মন্দিরের উদ্বোধন হওয়ার কথা মাথায় রেখে আগে থেকেই সাজানো হচ্ছে অয়োধ্যা শহরকে। তৈরি করা হচ্ছে ঝাঁ চকচকে অযোধ্যা স্টেশন, আন্তর্জাতিক মানের বিমান বন্দর, একাধিক হাইওয়ের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে অযোধয়াকে। বিদেশি অতিথিদের থাকার জন্য ঘর তৈরি করা হচ্ছে। অযোধয়ার ১০০টি প্লট দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনকে।

দুর্নীতির দায়ে গ্রেফতার চন্দ্রবাবু নাইডু

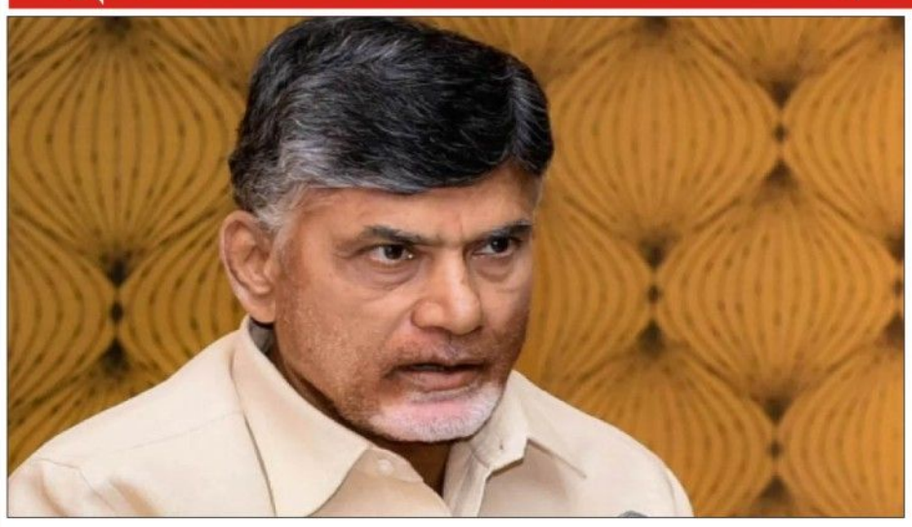

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দিল্লিতে জি-২০ বৈঠকের মধ্যেই দক্ষিণে হাই-ভোল্টেজ ড্রামা! গ্রেফতার চন্দ্রবাবু নাইডু। দুর্নীতির দায়ে গ্রেফতার চন্দ্রবাবু নাইডু। অন্ধ্র সিআইডির হাতে গ্রেফতার হলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু। নান্দিয়াল শহরে তাঁকে গ্রেফতার করেছে সিআইডি। ২০১৪ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন নাইডু। অন্ধ্র সমাজকল্যাণমন্ত্রী মেরুগা নাগার্জুন শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন হায়দরাবাদের একটি গেস্ট হাউস সংস্কারে ১০ কোটি টাকা খরচ করেছিলেন নাইডু। মুখ্যমন্ত্রীর দফতর সংস্কারে ১০ কোটি, চার্টার্ড বিমানে ১০০ কোটি এবং ধর্ম পোরাতা দীক্ষায় ৮০ কোটি টাকা খরচ করেন। টিডিপি-র পাল্টা দাবি, মানুষের অ্যাকাউন্টে সরাসরি আড়াই লক্ষ টাকা দিয়েছেন নাইডু। বিজয়ওয়াড়া জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে টিডিপি প্রধানকে। তাঁকে জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেফতারির নোটিসও দিয়েছে সিআইডি। একথা জানিয়েছেন সিআইডি-র ডিএসপি। আটক করা হয়েছে চন্দ্রবাবু নাইডুর ছেলেকেও।

স্কিল ডেভেলপমেন্ট দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে চন্দ্রবাবুর বিরুদ্ধে। একথা জানিয়েছেন অন্ধ্র ডিআইজি। সিআরপিসি-র ৫০-এর এক এবং দুই ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে নাইডুর বিরুদ্ধে। এছাড়া ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৩টি ধারাতেও অভিযোগ আনা হয়েছে। তার মধ্যে আছে ১২০-র আট, ১৬৬, ১৬৭, ৪১৮, ৪২০, ৪৬৫, ৪৬৮, ৪৭১, ৪০৯, ২০১ ১০৯, ৩৪ এবং ৩৭ নম্বর ধারা। নেতার গ্রেফতারির খবর চাউর হতেই অন্ধ্র পুলিসের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি বাধে টিডিপি কর্মী, সমর্থকদের। বর্তমানে বিজয়ওয়াড়া জেলে রয়েছেন চন্দ্রবাবু নাইডু। শুক্রবার রাতে নাইডু বাসভবনে হানা দেয় সিআইডি। তারপর ভোরেই গ্রেফতার। বলাই বাহুল্য যে এই গ্রেফতারি ২০২৪-এর লোকসভা বৈঠকের আগে তেলেগু দেশম পার্টির কাছে জোর ধাক্কা।

জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে প্রথম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

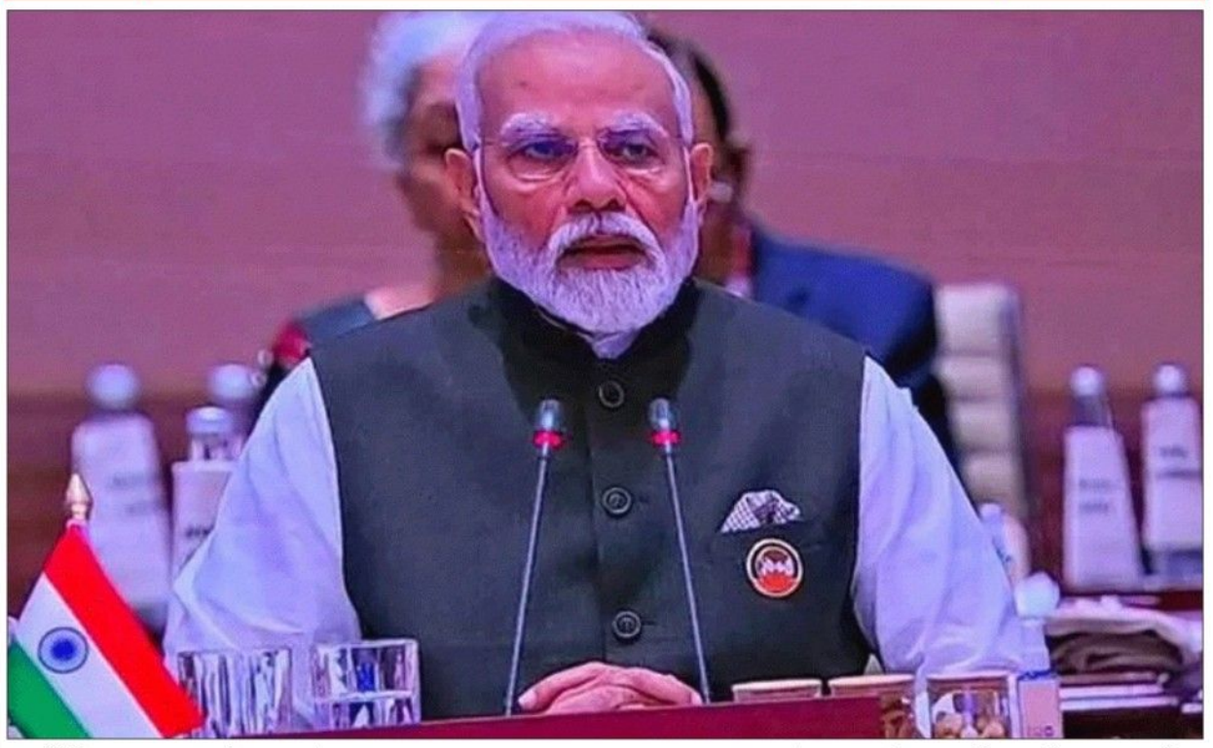

নয়াদিল্লি, ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন :

বন্ধুগণ,

ভারত বিবিধ বিশ্বাস, অধ্যাত্ম এবং ঐতিহ্যের ভূমি। এখানে বহু ধর্মের জন্ম হয়েছে এবং বিশ্বের প্রতিটি ধর্মকে এখানে শ্রদ্ধা করা হয়। গণতন্ত্রের জননী হিসেবে আমরা আলোচনা ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি প্রাচীনকাল থেকেই বিশ্বাসী। 'বসুধৈব কুটুম্বকম্', যার অর্থ সারা বিশ্ব একটি পরিবার-এই মূল নীতির উপর ভিত্তি করে আমরা আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি। সারা বিশ্বকে একটি পরিবার বলে বিবেচনা করার মানসিকতার মধ্য দিয়ে প্রত্যেক ভারতবাসীর মনে এক বিশ্বের ভাবনা সঞ্চারিত হয়েছে। আর এই এক বিশ্বের ভাবনা থেকে লাইফস্টাইল ফর এনভাইরনমেন্ট মিশন-এর উদ্যোগ নেওয়া হয়। ভারতের এই উদ্যোগ এবং আপনাদের সকলের সমর্থনের কারণে সারা বিশ্ব এ বছর আন্তর্জাতিক মিলেট বর্ষ উদযাপন করছে। জলবায়ুকে সুরক্ষাদানের নীতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এটি গ্রহণ করা হয়েছে। এই একই ভাবনায় ভারত কপ-২৬ এ 'পরিবেশ-বান্ধব উদ্যোগ - এক সূর্য, এক বিশ্ব, এক গ্রীড'-এর সূচনা করেছে। আজ যেসব দেশে সৌর শক্তির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে, ভারত তাদের মধ্যে অন্যতম। ভারতের লক্ষ লক্ষ কৃষক প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে কৃষিকাজ করছেন। মানুষের স্বাস্থ্য এবং মাটির স্বাস্থ্য ও পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য এটি একটি বৃহৎ অভিযান। আমরা ভারতে ন্যাশনাল গ্রীড হাইড্রোজেন মিশনের সূচনা করেছি। এর ফলে, পরিবেশ-বান্ধব হাইড্রোজেন উৎপাদনে গতি আসবে। জি-২০ গোষ্ঠীর সভাপতির দায়িত্ব পালনের সময় ভারত আন্তর্জাতিক স্তরে একটি হাইড্রোজেন ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে।

বন্ধুগণ,

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত সমস্যার কথা বিবেচনা করে একবিংশ শতাব্দীর এই বিশ্বে জ্বালানী ব্যবহারের পরিবর্তন আনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জ্বালানী ক্ষেত্রে সর্বাঙ্গীন পরিবর্তন আনার জন্য কোটি কোটি ডলারের প্রয়োজন। স্বভাবতই, উন্নত রাষ্ট্রগুলি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ২০২৩ সালে উন্নত রাষ্ট্রগুলি ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করায় ভারত সহ উন্নয়নশীল প্রতিটি রাষ্ট্র অত্যন্ত আনন্দিত। এই প্রথম জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের জন্য ১০ হাজার কোটি ডলার সহায়তাদানের অঙ্গীকার পূরণের জন্য উন্নত রাষ্ট্রগুলি আগ্রহ প্রকাশ করেছে। গ্রিন ডেভেলপমেন্ট প্যাক্ট (পরিবেশ-বান্ধব উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ) গ্রহণ করায় জি-২০ গোষ্ঠী স্থিতিশীল ও পরিবেশ-বান্ধব উন্নয়নের জন্য তার অঙ্গীকারকে পুনর্ব্যক্ত করেছে।

বন্ধুগণ,

আজ যে যৌথ উদ্যোগ নেওয়ার মানসিকতা তৈরি হয়েছে, সেই নিরিখে জি-২০ গোষ্ঠীর এই মঞ্চে ভারতের কিছুর পরামর্শ রয়েছে। জ্বালানী মিশ্রণের বিষয়ে এখন সময় এসেছে সব দেশের একযোগে কাজ করার। এই প্রেক্ষিতে আমরা প্রস্তাব রাখছি, আন্তর্জাতিক স্তরে পেট্রোলের মধ্যে অন্তত ২০ শতাংশ ইথানল মেশানোর উদ্যোগ নেওয়া হোক। অথবা, এর বিকল্প হিসেবে বিশ্বের আরও মঙ্গলের জন্য আমরা অন্য কিছু মিশ্রণের বিষয়ে কাজ করতে পারি, যার মাধ্যমে স্থিতিশীল জ্বালানী সরবরাহের দিকটি নিশ্চিত হবে। আবার পরিবেশও সুরক্ষিত থাকবে। এই প্রেক্ষিতে আজ আমরা গ্লোবাল বায়োফুয়েল অ্যালায়েন্স এর সূচনা করছি। ভারত আপনাদের সকলকে এই উদ্যোগে সামিল হওয়ার আবেদন জানাচ্ছে।

বন্ধুগণ,

পরিবেশের কথা বিবেচনা করে বিগত কয়েক দশক ধরে কার্বন নিঃসরণের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। কার্বন নিঃসরণের সমস্যার সমাধানের জন্য কী করা উচিৎ নয়, তা নিয়ে আলোচনা করতে হবে; এর একটি নেতিবাচক দিক রয়েছে। ফলস্বরূপ, ইতিবাচক যে পদক্ষেপগুলি নেওয়া প্রয়োজন, সেদিকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অর্থাৎ, ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে অনীহা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে গ্রিন ক্রেডিট আমাদের পথ দেখাচ্ছে। এই ইতিবাচক ভাবনাকে আরও প্রসারিত করতে আমি জি-২০ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলিকে গ্রিন ক্রেডিট ইনিশিয়েটিভ নিয়ে কাজ করার প্রস্তাব দিচ্ছি।

বন্ধুগণ,

ভারতের চন্দ্রাভিযান৩চন্দ্রযান২ এর সাফল্যের কথা আপনারা সকলেই শুনেছেন। এই অভিযানে প্রাপ্ত তথ্য মানবজাতির কল্যাণে ব্যবহৃত হবে। এই একই ভাবনায় ভারত পরিবেশ ও জলবায়ু পর্যবেক্ষণের জন্য জি-২০ কৃত্রিম উপগ্রহ মিশনের প্রস্তাব রাখছে। এই মিশনে জলবায়ু ও আবহাওয়া সংক্রান্ত যে তথ্য পাওয়া যাবে, সেই তথ্য উন্নয়নশীল রাষ্ট্র সহ প্রতিটি দেশের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া হবে। জি-২০ গোষ্ঠীর সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে এই উদ্যোগে সামিল হতে ভারত আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

বন্ধুগণ,

আরও একবার আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই, অভিনন্দন জানাই। আর এখন আমি আপনাদের বক্তব্য শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২৫০ সংখ্যা ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ রবিবার ২৩ ভাদ্র, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

দুই বঙ্গে দুই ছবি, উত্তরে কি জোটের ভবিষ্যৎ প্রশ্নের মুখে

ধুপগড়ির ভোট রাজ্যের বিরোধী রাজনীতির পরিসরকে কী শিক্ষা দিয়ে গেল? গত বিধানসভা ভোটের পর থেকে বিভিন্ন উপনির্বাচন হয়েছে। লোকসভা ভোটের আগে ধূপগড়িই আপাতত রাজ্যে সাম্প্রতিকতম বিধানসভা উপনির্বাচন। সেই ভোট এবং তার আগের ভোটগুলির নিরিখে বিরোধী বাম এবং কংগ্রেস কোথায় দাঁড়িয়ে?অনেকের মতে, শুধু সিপিএম নয়। কংগ্রেসের কাছেও উত্তরবঙ্গ ক্রমশ 'কঠিন' হয়ে যাচ্ছে। অথচ এই উত্তরবঙ্গের 'ভূমিপুত্র' হিসাবে প্রয়াত বরকত গনিখান চৌধুরী ও প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি নিজেদের জেলায় কংগ্রেসের 'গড়' তৈরি করেছিলেন। কিন্তু সেই উত্তরেই কংগ্রেসের ভবিষ্যত এখন বড়সড় প্রশ্নের মুখে। ধূপগুড়ির ফলাফলের পরে প্রদেশ কংগ্রেসের এক নেতার আক্ষেপ, "উত্তরবঙ্গের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় তবু আমাদের কিছু আশার আলো এখনও রয়েছে। কিন্তু বাকি জায়গায় সংগঠন বলে কিছু নেই। ভোট কি হাওয়ায়-হাওয়ায় হবে!"

গত ২৮ মাসে পাঁচটি ভোট হয়েছে রাজ্যে।সেই ভোটে শূন্য থেকে শুরু করেছিল বাম এবং কংগ্রেস। পাঁচটি ভোটের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণবঙ্গে যতটা গতি নিয়ে লড়াইতে ফিরতে পারছে তারা, উত্তরবঙ্গে তার এক আনাও নেই। দক্ষিণে বাম-কংগ্রেসের ভোটবৃদ্ধি যদি 'বন্দে ভারত'-এর মতো হয়, তা হলে উত্তরে তাদের গতি কচ্ছপের চেয়েও কম। গঙ্গার ও পারে কার্যত স্থবিরতায় পৌঁছেছে তারা। মনে রাখতে হবে, গঙ্গার দুই পার মুর্শিদাবাদ এবং মালদহেই এখন কংগ্রেস সে অর্থে 'জীবিত'। উত্তরবঙ্গ জুড়ে একদা কংগ্রেসের যে শক্তি ছিল, তা দিনে দিনে ক্ষয়িষ্ণু হয়েছে। যেমন ক্ষয় হয়েছে সিপিএমেরও। তাদের জায়গায় উঠে এসেছে বিজেপি। ফলে উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই হচ্ছে বিজেপিরই।গত বিধানসভা ভোটে কোচবিহারের দিনহাটা থেকে জিতেছিলেন বিজেপির নিশীথ প্রামাণিক। তার আগে ২০১৯ সালে লোকসভায় জিতে তিনি সাংসদ হয়েছিলেন। বিধানসভায় নিশীথ মাত্র ৫৭ ভোটে জিতলেও দলের নির্দেশে তিনি বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেন। সেই পদত্যাগের ফলে যে উপনির্বাচন হয়, সেখানে বিজেপি নিশীথের আসন ধরে রাখতে পারেনি। নিশীথের কাছে বিধানসভা ভোটে পরাজিত উদয়ন গুহকেই ফের প্রার্থী করে জিতিয়ে আনে তৃণমূল। তা-ও আবার ১ লক্ষ ৬৪ হাজার ভোটে। জেতা-হারার সেই পরিসংখ্যানের পাশাপাশিই যে তাতপর্যপূর্ণ বিষয় দেখা গিয়েছিল, তা হল ২০২১ সালে বাম-কংগ্রেস জোটের হয়ে দিনহাটায় লড়েছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের আবদুর রউফ। তিনি পেয়েছিলেন ৬,০৬৯টি ভোট। দিনহাটায় উপনির্বাচনেও সেই রউফকেই প্রার্থী করে বামেরা। তিনি সে বার পান ৬,২৯০টি ভোট। অর্থাত দিনহাটায় বামপ্রার্থীর ভোট বেড়েছিল ২২১টি।ওই একই সময়ে দক্ষিণবঙ্গের নদিয়ার শান্তিপুরেও উপনির্বাচন হয়। সেখানে বিজেপির টিকিটে জিতেছিলেন রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকার। তিনিও দলের নির্দেশে বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। উপনির্বাচনে শান্তিপুর বিজেপির হাত থেকে তৃণমূল ছিনিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু উল্লেখযোগ্য বদল ঘটেছিল বামেদের ভোটবাক্সে। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে বাম-কংগ্রেস জোট প্রার্থী হিসাবে লড়েছিলেন কংগ্রেসের আইনজীবী নেতা ঋজু ঘোষাল। সুবক্তা, সৌম্যদর্শন ঋজু পেয়েছিলেন ৯,৮৪৮ ভোট। উপনির্বাচনে জোট ছিল না। বাম ও কংগ্রেস আলাদা ভাবে প্রার্থী দিয়েছিল। সেখানে দেখা যায়, সিপিএমের তরুণ নেতা সৌমেন মাহাতো ৩৯,৯৫৮টি ভোট পেয়েছেন। কংগ্রেসের রাজু পাল পৃথক ভাবে লড়ে পেয়েছেন ২,৮৭৭টি ভোট। সেই অঙ্ক নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছিল।তার পরে দক্ষিণবঙ্গে আরও দুটি বিধানসভায় উপনির্বাচন হয়েছে। সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর কারণে বালিগঞ্জে এবং সুব্রত সাহার মৃত্যুর কারণে সাগরগিঘিতে। বালিগঞ্জে ২০২১ সালের বিধানসভায় সিপিএমের চিকিতসক নেতা ফুয়াদ হালিম পেয়েছিলেন ৮,৪৭৪টি ভোট। উপনির্বাচনে ফুয়াদের স্ত্রী শায়রা হালিমকে দাঁড় করায় আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। অভিনেতা নাসিরউদ্দিন শাহের ভাইঝি সেই ভোট বাড়িয়ে নিয়ে যান ৩০,৯৭১টিতে। সাগরগিঘিতে বাম-সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে বাইরন বিশ্বাসের জয় রাজ্য রাজনীতিতে কার্যত মাইলফলক হয়ে দাঁড়ায়। ৫০ হাজারের হার টপকে বাইরন জিতেছিলেন ২৩ হাজার ভোটে। সাগরগিঘির মতো সংখ্যালঘু অধ্যুষিত আসনে তৃণমূলের নাস্তানাবুদ হয়ে হার নানা জল্পনার জন্ম দিয়েছিল। যদিও তিন মাসের মধ্যে বাইরনের তৃণমূলে শামিল হওয়া সে সব কিছুই স্তিমিত করে দেয়।কিন্তু ধূপগুড়ি উপনির্বাচন ফের একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, উত্তরবঙ্গে বাম-কংগ্রেস কোনও শক্তিই নয়। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে এই ধূপগুড়িতে সিপিএম পেয়েছিল ১৩,১০৭ ভোট। এ বারের উপনির্বাচনে তারা পেয়েছে ১৩,৭৫৮ ভোট। অর্থাত আড়াই বছরের মধ্যে সিপিএম ৬৫১টি ভোট বাড়াতে পেরেছে। খানিকটা দিনহাটার মতোই।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

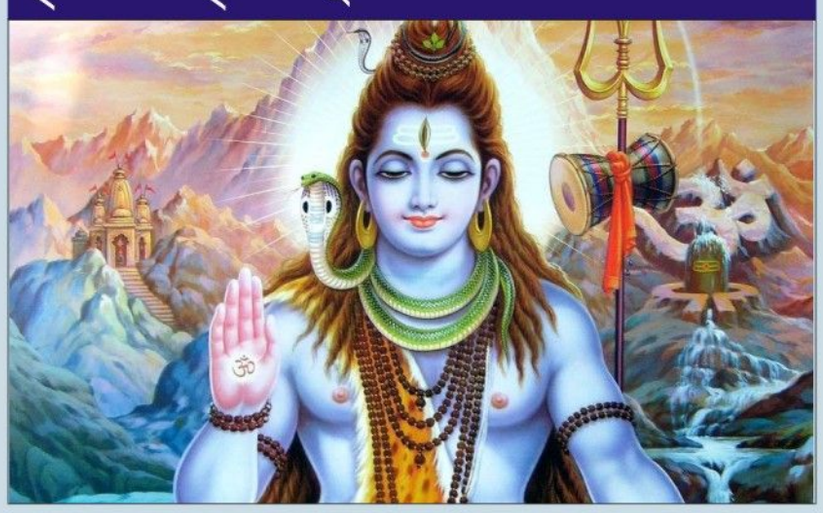

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এরপরই ফের আবার সেই সাধুটি শিব ঠাকুরের কাছে জানতে চায়, তার দাদুর নাম কি ছিল? শিব জানায়, তার দাদু ছিলেন বিষ্ণু। কিন্তু এই উত্তর জেনেও দমে থাকেন নি সাধু। তিনি জানতে চান, শিবের প্রপিতামহ কে ছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর শুনে চমকে যান ওই সাধু।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(নবম পর্ব)

জ্যোতি')। অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় ৩৫০০, ৪০০০ বছর পূর্বে পুরাণ রচিত হয়েছে। যাই হোক 'বেদব্যাস মুনি কর্তৃক পুরাণ সমূহ প্রণীত হয়েছে'-এই দাবি সত্য হলে পুরাণ সমূহের বয়স পাঁচ হাজার বছরেরও কম সাব্যাস্ত করাই সমীচীন। তবে ভারতীয় ধর্ম দর্শনে পুরাণের চেয়ে উপনিষদের প্রভাবই বেশি। যার অনেক অনুকৃতিই আজ রাষ্ট্রীয় আদর্শেরই অঙ্গিভূত হয়েছে।

Lingodbhava is a Shaiva sectarian icon where Shiva is depicted rising from the Lingam হিন্দু ধর্মের ইতিহাস, সনাতন ধর্মের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত । Short Introduction of Sanatan Hinduism

ভারতের প্রাশাসনিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আদর্শ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বহু উপনিষদীয় বাক্য। ভারতের রাষ্ট্রচিহ্ন অশোক চক্রের নিচেই সন্নিবেশিত য়েছে উপনিষদীয় বাণী 'বহুজনহীতায়, বহুজনসুখায়'। ভারতীয় বীমা করপোরেশনে গৃহীত হয়েছে 'যোগ ক্ষেমং বহাম্যহম্'। নৌবাহিনীর আদর্শ স্থির হয়েছে 'সং নো বরুণঃ'। লোকসভার অধ্যক্ষের আদর্শ স্থির হয়েছে 'ধর্মচক্রাপ্রবর্তনায়' লোকসভার দ্বারে লিখিত হয়েছে 'ন সা সভ্য যত্র ন সন্তি বৃদ্ধা, ন তে বৃদ্ধাঃ যেন বদন্তি ধর্মস।' পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায়ও এই শ্লোকটি পুরো উৎকীর্ণ হয়েছে। ডাক তার বিভাগের আদর্শ স্থির হয়েছে 'অহর্নিশ সেবামহে।' দার্জিলিং-এ হিমালয়ে আরোহণের কেন্দ্রের আদর্শ সংস্থানেও স্থিরীকৃত হয়েছে উপনিষদীয় বাক্য। হিন্দু ধর্মের ইতিহাস, সনাতন ধর্মের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত [Short Introduction of Sanatan Hinduism]

শুধু ভারতবর্ষ নয় থাইল্যান্ড, লাওস, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কাসহ দক্ষিণপূর্ব এশিয়া অঞ্চলের লোকজীবনের নৈতিক আদর্শ উপনিষদ, গীতা, মহাভারত ও রামায়ণ প্রভাবিত। যেমন: হিতোপদেশ-এর বাক্যটি

অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্। উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।

অর্থাৎ লঘুচিত্তের মানুষেরাই আপন-পর গণ্য করে, কিন্তু উদারচিত্তের মানুষ বিশ্বের সকলকেই আপন করে নেয়। এই উপমহাদেশের সর্বধর্মচর্চা ও গবেষণার প্রাচীন প্রতিষ্ঠান চেন্নাইয়ের থিওসফিক্যাল সোসাইটিরও আদর্শ গ্রহণ করা হয়েছে উপনিষদীয় 'সত্যান্নাস্তি পরোধর্মঃ সত্যের চেয়ে বড়ো কোন ধর্ম নেই-এই বাক্য।

হিন্দুধর্মে সহায়ক স্তরের ধর্মগ্রন্থসমূহকে বলা হয় 'স্মৃতিশাস্ত্র'। সংস্কৃত 'স্মৃতি' শব্দের অর্থ হচ্ছে স্মরণ বা ইংরেজিতে গবসড়ৎ-। এতে হিন্দুদের জীবন প্রণালী নির্বাহের দিক-নির্দেশনা আছে। ঋষি, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিগণ স্মৃতি থেকে হিন্দু জীবন কীভাবে কাটাতে হবে সে সম্পর্কে বর্ণনাই হচ্ছে স্মৃতিশাস্ত্র।।

খ্রিষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতকের বড় সাহিত্য হল বেদ। পরিপূর্ণ দশ হাজারের বেশি শ্লোকের সমাহার। সমাজ জীবনের সম্পূর্ণ চিত্রও মেলে বেদে। মানুষে মানুষে প্রকারভেদ আজও তেমন কোন তারতম্য ঘটেনি। মানব প্রকৃতির চিত্রও এক। 'সাংমনস্য' শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত সূত্র পারিবারিক, অর্থাৎ তখনও সব পরিবারে নিরন্তর সুখ, শান্তি ছিল না। যা আজও তেমনই আছে। বৈদিক চরিত্রগুলিও ছিল বিশ্বাসযোগ্য। বেদে বহু তথ্য আমরা পাই উদ্ভিজ, প্রাণিজ, খনিজ কর্মবিভাগ, জাতিভেদ, আচার-আচরণ, বিশ্বাস, অবিশ্বাস সবই পাই বেদে।

Chola dynasty statue depicting Shiva dancing as Nataraja Los Angeles County Museum of Art হিন্দু ধর্মের ইতিহাস, সনাতন ধর্মের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত । Short Introduction of Sanatan Hinduism

প্রকৃতি, সমাজ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন সাধনার সন্ধানও মেলে। দুঃখ দারিদ্রও স্মরণ করতে হলে ঋষি বামদেবের কথা বলা যায়। তিনি বলছেন, 'অভাবে কুকুরের নাড়িভুঁড়ি রান্না করে খেয়েছি।' চণ্ডালের পরিত্যক্ত ওই নাড়িভুঁড়ি খেতে হয়েছে ঋষিকে। অর্থাৎ বেদে ক্ষুধা, * অনাহারের কথা বহু বহুবার উচ্চারিত- যা আজ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বৈদিক সমাজব্যবস্থার বিশেষ বিশেষ অংশে বর্তমানের সঙ্গে সাযুজ্য আছে।

বেদের পঁচাত্তরভাগ সূক্তই (শ্লোকসমষ্টি) প্রার্থনা নির্ভর। বাকি পঁচিশ ভাগের মধ্যে বেশ কিছু অংশ উন্নত চিন্তার পরিচায়ক। সে অর্থে, সর্বদিক থেকেই বেদ প্রাচীনকালের অনবদ্য প্রতিরূপ। বেদেই প্রথম ভারতীয় ভাষায় সাহিত্য চিন্তাধারার বিকাশ। এক কথায় বেদ এক অপরিহার্য উত্তরাধিকার।

অধিকাংশ হিন্দুর গার্হস্থ্য জীবনে অনুসৃত এক মহাকাব্যিক আখ্যান রামায়ণ। রচয়িতা কে ও রচনা-কাল কখন? ডক্টর সুকুমারী ভট্টাচার্যের মতে: রচনাকালের দিক থেকে দেখলে রামায়ণ খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় বা দ্বিতীয় থেকে খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় দশকের মধ্যে রচিত; মহাভারত রচনা সম্ভবত শুরু হয়। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম বা চতুর্থ শতক থেকে এবং শেষ হয় খ্রিষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতকে। অর্থাৎ বুদ্ধের পরের আট বা ন-শ বছরের মধ্যে এ দুটি মহাকাব্য রচিত হয়; এদের মধ্যে মহাভারত আগে শুরু হয়ে পরে শেষ হয়, রামায়ণ পরে শুরু হয়ে আগে শেষ হয়; আগে পূর্ণকলেবর মহাকাব্যের রূপ পায় বলেই সম্ভবত এর নাম আদিকাব্য।

মনে রাখতে হবে, রামায়ণ শেষ হবার কাছাকাছি সময়ে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে : কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, বাৎস্যায়নের কামসূত্র, শ্রীমদ্ভগবদগীতা এবং মনুসংহিতা এই ক্রান্তিকালের রচনা এবং এর কিছু পরেই শুরু হয়ে যায় পুরাণগুলির রচনা। রামায়ণ ও মহাভারতে পরবর্তী সংযোজিত অংশগুলি অভিপৌরাণিক অর্থাৎ পুরাণে প্রতিফলিত যে সামাজিক মূল্যবোধ ও শাস্ত্রীয় অনুশাসনের সমাবেশে ভারতীয় ধর্মচিন্তা, তার বিবর্তিতরূপে ক্রমে 'হিন্দুধর্ম' বলে অভিহিত হল, এই

Awf‡cŠivwYK As‡kB Avgiv †m¸wji mv¶vr cvB|

Lord Krishna and Arjun on the chariot, Mahabharata, 18th-19th Century Art, India, কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ ও অর্জুন, অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর চিত্রকলা

ম্যাক্সমুলারের মতে, খ্রিষ্টের জন্মের ১০০০ বৎসরেরও পূর্বে রচিত ঋগ্বেদই সমগ্র সভ্য জগতের আদি গ্রন্থ। 'On thing is certain; there is nothing more ancient and primitive, not only in India, but in whole Aryan world that the hymns of the Rig-VedaÓ? (Maxmuller, The Origin and Growth of Religion)। হিন্দু ধর্মমতে ঈশ্বর ত্রিতাত্ত্বিক। ঈশ্বর সৃষ্টির প্রয়োজনে নিজকে বিভক্ত করে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব হলেন। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু পালনকর্তা আর শিব হলেন ধবংসকর্তা। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সকল কিছুর নিয়ন্তা। তিনি শুদ্ধ, অনন্ত, সর্বজ্ঞ, করুণাময়, জ্যোতির্ময়, আনন্দময় ও পরমপবিত্র। তাঁরই নির্দেশে চন্দ্র সূর্য পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীকুলের পোষণ করে থাকে, আগুন উত্তাপ দেয়, জল তৃষ্ণা নিবারণ করে এবং বাতাস প্রবাহিত হয়।

পৃথিবীতে আমরা প্রকৃতির যে বিস্ময়কর রূপ প্রত্যক্ষ করি, তা ঈশ্বরেরই প্রতিরূপ। প্রাণী জগতের বৈচির্ত্য ঈশ্বরেরই বৈচির্ত্য। তিনি জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে ঈশ্বর তার মধ্যে শক্তিরূপে প্রবেশ করেছেন। তাঁর শক্তির প্রকাশ ঘটে মহামারা বা প্রকৃতির মধ্যে। তিনি নিজের আলোতে নিজে প্রকাশিত হন এবং অপরকে প্রকাশ করেন। ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজিত। তিনি অন্তর্যামী। তাঁকে পাবার জন্য দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। মানুষের অন্তরের অন্তস্থলে তিনি অধিষ্ঠিত। দেবদেবীগণ হচ্ছেন ঈশ্বরের একক ঐশ্বরিক সত্তার বিভিন্ন রূপক। গীতায় স্বয়ং ভগবান বলেছেন :'যে যথামাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্য।' (৪/১১) অর্থাৎ যে আমাকে যেভাবে ভজনা করে, আমি তাকে সেভাবেই ভজনা করে থাকি।

এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা পূর্ণতা লাভ করেছে। এজন্য

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী যে গাড়ি আছে শাহরুখ খানের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বলিউডের কিং খান তিনি। এই এক বিশেষই তাকে সবার থেকে করেছে আলাদা। এই এক শব্দের কারণে ভিন্ন পরিচয় দেওয়ার আর কোনো প্রয়োজনই নেই। শাহরুখ খান। শুধু সিনেমা বা অভিনয়ই নয়, চর্চায় থাকেন জীবনযাপনের পদ্ধতির জন্যও। বাড়ি-গাড়ি থেকে শুরু করে ছুটি কাটানোর ঠিকানা, সবকিছু নিয়েই ভক্তদের ব্যাপক উত্তেজনা থাকে। রাজা-বাদশার মতো বিলাসবহুল জীবনযাপন করার জন্যও বিখ্যাত তিনি।

তার প্রাসাদের মতো বাসভবন 'মান্নাত'-এর সামনে সারা বছরই ভিড় জমান গুণমুগ্ধরা। তবে শুধু ২০০ কোটি টাকার মান্নাত নয়, পৃথিবার অন্যতম বিত্তবান এই অভিনেতার কাছে আছে আরও কয়েকটি জিনিস, যা তাক লাগাবে সাধারণকে। শাহরুখের সম্পত্তির অন্যতম আকর্ষণ হলো তার লন্ডনের বিলাসবহুল বাংলো। ১৭২ কোটি টাকা মূল্যের এই বাংলো সেন্ট্রাল লন্ডনের পার্ক লেন এলাকায় অবস্থিত। শাহরুখের কাছে ১০০ কোটি টাকা মূল্যের আরও একটি বিলাসবহুল বাড়ি আছে। 'জান্নাত' নামের এই বাড়িটি দুবাইয়ের পাম জুমেরিয়ায় অবস্থিত। তবে এ বাড়িটি শাহরুখ কেনেননি।

দুবাইয়ে সম্পত্তি কেনাবেচার সঙ্গে যুক্ত এক সংস্থা তাকে এই বাড়িটি উপহার দেয়। এ ছাড়া আলিবাগেও শাহরুখের একটি বিলাসবহুল বাংলো আছে। এই বাংলোটির মূল্য প্রায় ১৫ কোটি টাকা। এখানেই শাহরুখ নিজের ৫১তম জন্মদিনটি পালন করেন। ১৯ হাজার ৯৬০ বর্গমিটারের এই বাংলোয় একটি হেলিপ্যাড আছে।

বুগাট্টি ভেইরন শাহরুখের মালিকানাধীন সবচেয়ে দামি গাড়িগুলোর মধ্যে অন্যতম। এ ছাড়া শাহরুখ একটি বিশেষভাবে ডিজাইন করা ভ্যানিটি ভ্যানেরও মালিক। তার এই ভ্যানিটি ভ্যানটি দিলীপ ছাবরিয়া ডিজাইন করেছেন। এটি তৈরি করতে প্রায় ৬০ দিন সময় লেগেছে। এই ভ্যানটির মধ্যে জীবনযাপনের সমস্ত প্রয়োজনীয় সুবিধাই রয়েছে। শাহরুখের এই বাহনটির দাম ৪ কোটি টাকা। বলিউডের খুব কমসংখ্যক তারকা আছেন, যাদের কাছে রোলস রয়েস রয়েছে। শাহরুখের রোলস রয়েস ফ্যান্টম গাড়িটির মূল্য সাত কোটি টাকা।

শাহরুখের গাড়ির বহরের মধ্যে একটি বেন্টলে কন্টিনেন্টাল জিটিও রয়েছে। এই গাড়িটিও বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী গাড়ি। গাড়িপ্রেমীদের কাছে এর জন্য একটি বিশেষ আবেদন রয়েছে। আইপিএল দল কলকাতা নাইট রাইডার্স বা কেকেআরের মালিকও শাহরুখ। কলকাতার এই আইপিএল দলের মূল্য ৬০০ কোটি টাকা। ভারতের অন্যতম প্রযোজনা সংস্থা 'রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্ট অ্যান্ড ভিএফএক্স' সংস্থারও মালিকানা রয়েছে শাহরুখের। ২০০২ সালে শাহরুখ এবং তার স্ত্রী গৌরী খান মিলে এই প্রযোজনা সংস্থা শুরু করেন। এর আগেও শাহরুখের একটি প্রযোজনা সংস্থা ছিল। কিন্তু লাভের মুখ না দেখায় তা বন্ধ করেন তিনি। এ সংস্থার একটি নিজস্ব ভিএফএক্স স্টুডিও রয়েছে। এই সংস্থার বার্ষিক আয় প্রায় ৫০০ কোটি টাকা।

ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয়ের রেকর্ড গড়ে অনন্য চূড়ায় 'গাদার ২'

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ২০০১ সালে 'গাদার'-এর ব্যাপক সাফল্যের ২২ বছর পর বড় পর্দায় মুক্তি পেয়েছে 'গাদার ২'। অনিল শর্মা পরিচালিত সিনেমাটিতে সানি দেওল এবং আমিশা প্যাটেলের পুনর্মিলন ভক্তদের আবারও প্রেক্ষাগৃহে ফেরত নিয়েছে। সেই সঙ্গে সিনেমাটি প্রথম কিস্তির মতো বক্স অফিসে দারুণ সফল। শুধু সফলই নয়, পর্দায় রীতিমতো ঝড় তুলেছে 'গাদার ২'।

একের পর এক রেকর্ড গড়ে হিন্দি চলচ্চিত্রের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয়ের রেকর্ড গড়ে অনন্য এক চূড়ায় এখন 'গাদার ২'। এবার নতুন মাইলফলকে নাম তুলেছে সিনেমাটি। ৫০০ কোটির ক্লাবে প্রবেশ করেছে 'গাদার ২'। নতুন এক রেকর্ড গড়ে এই মাইলফলক অর্জন করলেন সানি।

হিন্দি চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সবচেয়ে কম সময়ে ৫০০ কোটির ক্লাবে প্রবেশ করেছে সিনেমাটি। টপকে গেছে শাহরুখ খানের রেকর্ডকেও!

স্যাকনিল্কের প্রতিবেদন অনুসারে, মাত্র ২৪ দিনে ৫০০ কোটির ল্যান্ডমার্ক অতিক্রম করেছে 'গাদার ২'। চতুর্থ রবিবার 'গাদার ২' ভারতের বাজারে আয় করেছে ৮.৫০ কোটি। আর সেই সঙ্গে সিনেমাটির মোট আয় এখন ৫০১.৮৭ কোটিতে।

যার ফলে সানি দেওলের 'গাদার ২' এখন প্রথম হিন্দি সিনেমা যা মাত্র ২৪ দিনে ৫০০ কোটির ঘরে ঢুকেছে। শাহরুখ খানের পাঠানের এই মাইলফলক ছুঁতে সময় লেগেছিল ২৮ দিন। আর 'বাহুবলী ২'-এর হিন্দি ভার্সনের ৩০ দিনেরও বেশি সময় লেগেছে ৫০০ কোটি আয় করতে।

এখন সানির সামনে শুধু পাঠানের মোট আয় টপকে যাওয়ার রেকর্ডের হাতছানি। পাঠান ভারতীয় বক্স অফিসে আয় করেছে মোট ৫৪৩ কোটি রুপি।

তবে পাঠানের মোট আয়কে টপকে যাওয়াটা বেশ কঠিন হবে বলেই ধারণা করছেন বাণিজ্য বিশ্লেষকরা। কারণ ৭ সেপ্টেম্বর মুক্তি পাচ্ছে শাহরুখ খানের বহুল প্রত্যাশিত চলচ্চিত্র জওয়ান। যার ফলে প্রেক্ষাগৃহে লড়াই করা কঠিন হয়ে যাবে সানির পক্ষে।

২০০১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সানি দেওলের 'গাদার' সে বছর সবচেয়ে বেশি আয়কারী সিনেমা হয়ে ওঠে। বলিউডের সবচেয়ে বেশি আয় করা সিনেমার তালিকায়ও রয়েছে এটি। ভারত-পাকিস্তানের দাঙ্গা ও দাঙ্গা-পরবর্তী নিজের স্ত্রীকে পাকিস্তান থেকে ফিরিয়ে আনতে তারা সিংয়ের লড়াই নিয়েই সিনেমার মূল গল্প। তারা সিংয়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন সানি দেওল এবং সখিনা চরিত্রে অভিনয় করেছেন আমিশা প্যাটেল। 'গাদার ২'-এ-ও একই চরিত্রে অভিনয় করেছেন দুজন।

কী করেন এখন 'কাভি খুশি কাভি গম'-এর সেই 'ছোট্ট পু'? অবাক হবেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : 'কাভি খুশি কাভি গম' এর মত আইকনিক মাস্টারপিস ফ্যামিলি ড্রামার সিনেমা দিয়ে অভিনয় দুনিয়াতে হাতেখড়ি হয়েছিল তার। সেখানে শাহরুখ খান, কাজল, অমিতাভ বচ্চন, জয়া ভাদুড়িদের মত সুপারস্টারদের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে অভিনয় করেছিলেন ছোট্ট মালবিকা রাজ। যাকে দর্শকরা আজও করিনা কাপুরের ছোটবেলার 'ছোট্ট পু' নামে মনে রেখেছেন। জানেন এখন তাকে কেমন দেখতে হয়েছে?

এই ছবিটি মুক্তি পাওয়ার পর কেটে দিয়েছে ২০ টা বছর। অর্থাৎ সেই হিসেবে মালবিকার বয়স এখন ৩০ এর কাছাকাছি। যখন তিনি ছবিতে অভিনয় করেছিলেন তখন তার বয়স ছিল মাত্র ৭ বছর। তখন মালবিকাকে দেখতে অনেকটা করিনা কাপুরের মতই ছিল। তাই 'পু' এর ছোটবেলার চরিত্রের জন্য ছবি নির্মাতারা মালবিকাকেই বেছে নিয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি সৌন্দর্যে বলিউড নায়িকাদের টক্কর দিতে পারেন।

১৯৯৩ সালে মুম্বাই শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন মালবিকা। তার বাবা হলেন বলিউডের প্রখ্যাত প্রযোজক তথা পরিচালক ববি রাজ। করণ জোহরের ছবি দিয়েই তার হাতেখড়ি হয়েছিল ইন্ডাস্ট্রিতে। এরপর দীর্ঘ বিরতি নিয়ে নেন মালবিকা। অভিনয় ছেড়ে তিনি পড়াশোনাতে মন দেন। এরপর আবার গ্ল্যামার দুনিয়াতে ফিরে আসার জন্য ২০১০ সালে তিনি মিস ইন্ডিয়া প্রতিযোগিতাতে অংশ নিয়েছিলেন। যদিও জিততে পারেননি।

২০১৫ সালে সিওল এশিয়া খেতাব অর্জন করেছিলেন মালবিকা। এরপর তিনি মডেলিং করতে শুরু করেন। বেশ কিছু বিজ্ঞাপনের হয়ে প্রচারের মুখ হিসেবে কাজ করেছিলেন তিনি। তারপর ২০১৭ সালে তেলেগু ছবি 'জয়দেব' এর হাত ধরে তিনি নায়িকা হিসেবে ইন্ডাস্ট্রিতে ডেবিউ করেন। ওই বছরই আবার ইমরান হাশমির সঙ্গে ক্যাপ্টেন নবাব সিনেমাতেও অভিনয় করতে দেখা গিয়েছিল তাকে।

এরপর আরও বেশ কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করেন মালবিকা। কিন্তু তার ছবিগুলো বক্স অফিসে তেমন ভাল ফলাফল করতে পারেনি। অভিনয় ছাড়াও তিনি রান্না, যোগব্যায়াম এবং বিদেশ ভ্রমণ করতে পছন্দ করেন। সদ্য তিনি তার প্রেমিক প্রণব বাগ্গার সঙ্গে বাগদান সেরে ফেলেছেন। প্রণব পেশায় একজন ব্যবসায়ী। শীঘ্রই তারা বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন।

বাগদানের অনুষ্ঠানের নানা ছবি সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করেছেন অভিনেত্রী। নতুন জীবনে প্রবেশ করার প্রসঙ্গে ছবিগুলি শেয়ার করে ক্যাপশনে মালবিকা লেখেন, 'আমরা এখানে, এখান থেকেই সব শুরু করেছি। এতদিন পরে এটাই আমাদের সেরা সময়, এখনও শক্তভাবে সেই জায়গায় রয়েছি'। তার বন্ধু এবং অনুরাগীরা শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিয়েছেন তাদের জুটিকে।

জানেন চল্লিশের পর মেয়েরা গোপনে কী করে?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : 'ডার্টি পিকচার' সিনেমায় বোল্ড সিল্ক স্মিতার চরিত্রে অভিনয় করে বিনোদন দুনিয়ায় ঝড় তুলেছিলেন বিদ্যা বালান। এরপর 'তুমহারে সুলু' ছবিতে উচ্চাকাঙ্ক্ষী গৃহিণীর রেডিও জকি হয়ে ওঠার গল্প বলেন এই বলিউড অভিনেত্রী। সিনেমায় নারীর বিভিন্ন রূপ তুলে ধরে দর্শক ও চিত্রসমালোচকদের ব্যাপক প্রশংসা পেয়েছেন বিদ্যা।

সম্প্রতি 'ভুল ভুলাইয়া' অভিনেত্রী বয়সে চল্লিশের কোটা পূর্ণ করেছেন। চল্লিশ বসন্ত পার করে বিদ্যা বললেন, বয়স মেয়েদের আরো আত্মবিশ্বাসী ও সুখী করে তোলে। আরও পড়ুন: যতদিন সিম বন্ধ থাকলে মালিকানা চলে যায়

একটি সাময়িকীকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিদ্যা বলেন, 'চল্লিশের পরও মেয়েরা দুষ্টু ও আরো আবেদনময়ী হয়। সাধারণত আমাদের লাজুক হতে ও যৌ' নতা উপভোগ না করার শিক্ষা দেওয়া হয়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা আরো পরিপক্ব হয়, কারণ তখন সে কিছুর পরোয়া করে না। এটা বাড়তে থাকে। এটা আনন্দের। যখন কেউ কিছুর পরোয়া করবে না, তখনই মজার মাত্রা বাড়বে।'

'আমার এক বন্ধু বলত, ৩৫ বছর পরই মেয়েরা অধিক উপভোগ করে। ব্যাখ্যা করে বলে, সে কোনো সম্পর্কে জড়াতে চায় না। যে মেয়েটি আর কোনো সম্পর্কে জড়াতে চায় না, তার সঙ্গে জমে বেশি। সে বলেছিল, পঁয়ত্রিশের পর মেয়েরা কোনো কিছুর পরোয়া করে না,' যোগ করেন বিদ্যা। এর পর হেসে বিদ্যা বলেন, 'আমি বলি, চল্লিশের পর মেয়েরা আরো বেশি পরোয়া করে না।'

ভারতের বিখ্যাত গণিতবিদ শকুন্তলাকে নিয়ে নির্মিত বায়োপিকে পরবর্তী সময়ে দেখা যাবে বিদ্যা বালানকে। খবরে প্রকাশ, এই ছবিতে বিদ্যার মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করবেন দঙ্গলকন্যা সানিয়া মালহোত্রা।

এ ছাড়া হিন্দি 'পিংক' ছবির তামিল রিমেকে অজিত কুমারের বিপরীতে দেখা যাবে এই অভিনেত্রীকে। আর এটাই বিদ্যার প্রথম তামিল ছবি।

মেসিসহ পিএসজিতে

যেন জাহান্নামে ছিলাম: নেইমার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : নিজে পিএসজি কাটিয়েছেন ৬টি মৌসুম। মেসি যাওয়ার পর দুই মৌসুমই শেষ। আর তিনি সেখানে থাকতে চাননি। নেইমারের একার সমস্যা হলে না হয় দোষ দেয়া যেতো ব্রাজিলিয়ান এই ফুটবলারকেই। কিন্তু যেখানে মেসিও অসন্তুষ্ট ছিলেন পিএসজি ক্লাব নিয়ে, তখন শুধু ফুটবলারদের দোষ দেয়াটা হবে বোকামি। নিশ্চয়ই তারা ক্লাবে ছিলেন সবচেয়ে বেশি সমস্যার মধ্যে।

অবশেষে এ নিয়ে মুখ খুললেন সদ্য পিএসজি ছেড়ে সৌদি ক্লাব আল হিলালে যোগ দেয়া ব্রাজিলিয়ান তারকা নেইমার ডি সিলভা জুনিয়র। জানালেন পিএসজিতে কেমন ছিলেন তিনি নিজে এবং মেসি! এক সাক্ষাৎকারে নেইমার সরাসরি বলে দিলেন, 'পিএসজিতে মেসিসহ আমরা ছিলাম যেন এক জাহান্নামের মধ্যে।'

এই মৌসুমেই মেসি এবং নেইমার- দু'জনই পিএসজি ছেড়েছেন। শুধু পিএসজিই নয়, দু'জনই ইউরোপিয়ান ফুটবল ছেড়ে দিয়েছেন। মেসি যোগ দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মিয়ামিতে। আর নেইমার যোগ দিয়েছেন সৌদি ক্লাব আল হিলালে। মেসি ছিলেন ফ্রি এজেন্ট। আর নেইমারকে আল হিলাল কিনেছে ৯০ মিলিয়ন ইউরো ট্রান্সফার ফি'তে।

ব্রাজিলিয়ান টিভি ও'গ্লোবোর বিশেষ অনুষ্ঠান 'এস্পোর্টে এস্পেটাকুলার'-এ হাজির হয়ে নানা প্রশ্নের জবাব দেন। তার কাছে জানতে চাওয়া হয়, ক্লাব সতীর্থ এবং বন্ধু লিওনেল মেসি যখন কাতার বিশ্বকাপের শিরোপাটা হাতে তুলে নিয়েছিলেন, তখন নেইমারের কেমন অনুভূতি হচ্ছিলো?

নেইমার বলেন, 'আমি তার ওই বছরের অর্জনের জন্য (বিশ্বকাপসহ অন্যসব কিছু) খুবই খুশি। তবে একই সময়ে তার জন্য আমার দুঃখও হচ্ছিলো। কারণ, তিনি যেন মূদ্রার দুই পিঠেই অবস্থান করছিলেন। আর্জেন্টিনা দলে যেন তিনি ছিলেন একটি স্বর্গের মধ্যে। সাম্প্রতিক সময়ে আর্জেন্টিনার হয়ে সব কিছুই জয় করেছেন। কিন্তু জাতীয় দল ছেড়ে যেই না প্যারিসে এসেছেন, অমনি যেন সেখানে তিনি জাহান্নামে প্রবেশ করছিলেন। আমরা যেন জাহান্নামে বসবাস করছিলাম, তিনি এবং আমি- দু'জনই।'

মেসি এবং নেইমার- দুইজনই এর আগে একই সঙ্গে খেলেছেন বার্সেলোনায়। পিএসজিতে এসেও খেললেন একই সঙ্গে। দু'জনই পিএসজির হয়ে লিগ শিরোপা জয় করেছেন। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিততে ব্যর্থ হয়েছেন।

২০২১ সালে পিএসজিতে এসে যোগ দেয়ার পর এখানে মেসি নিজেকে সেভাবে খাপ খাওয়াতে পারেননি। গত জুনে বিষয়টা স্বীকারও করেছেন যে, পিএসজির গুরুত্বপূর্ণ সমর্থকদের মধ্যে তাকে নিয়ে ভাঙন তৈরি হয়েছে।

মেসি-নেইমার, দু'জনই যখনই পিএসজির জার্সি গায়ে মাঠে নেমেছেন তখনই সমর্থকরা দুয়ো ধ্বনি দিয়েছে। বিশেষ করে গত দুই বছর পিএসজি যখন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে বিদায় নিয়েছে, তখনই তাদের দুয়ো ধ্বনি দেয়া এবং বিদ্রুপ করা বেড়ে গিয়েছিলো।

পিএসজির হয়ে গত মৌসুমে সব মিলিয়ে মেসি মোট ২১টি গোল করেছেন এবং ২০টি গোলে অ্যাসিস্ট করেছেন। পিএসজির হয়ে সর্বশেষ প্যারিসে যখন খেলতে নেমিছিলেন, তখন সেখানকার সমর্থকরা বেশি টার্গেট করেছিলেন মেসিকে এবং সারাক্ষণই দুয়ো ধ্বনি দেয়া, বিদ্রুপ করে গেছেন।

নেইমার বিশ্বাস করেন, তিনি এবং মেসি যে ধরনের সমালোচনার শিকার হয়েছিলেন পিএসজিতে, তা ছিল একেবারেই অযাচিত। তিনি বলেন, 'আমরা খুবই হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম। কারণ যেন সেখানে আমরা কিছুই নই। অথচ, সেখানে আমরা গিয়েছিলাম নিজেদের সেরাটা ঢেলে দিতে এবং সেভাবে চেষ্টাও করেছি। চ্যাম্পিয়ন হতে চেয়েছি। চেষ্টা করেছি ইতিহাস রচনা করতে।'

'এ কারণেই আমরা একই সঙ্গে খেলা শুরু করেছিলাম। আমরা সেখানে গিয়েছিলাম, চেষ্টা করেছি ইতিহাস তৈরি করতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা পারিনি।'

আগামী বিশ্বকাপে খেলবেন না মেসি; জানালেন যিনি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ লিওনেল মেসি খেলবেন কিনা তা নিয়ে সমর্থকদের আগ্রহের কমতি নেই। সংবাদমাধ্যমও তাই আর্জেন্টাইন মহাতারকার সামনে বারবারই সেই প্রসঙ্গে তুলেছিল। সেই নিশ্চয়তা মেসি না দিলেও আপাতত আসন্ন কোপা আমেরিকা ও বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে মনোযোগ তার। সেই প্রসঙ্গে এবার কথা বলেছেন তারই সাবেক জাতীয় দল সতীর্থ কার্লোস তেভেজ। তার মতে, আগামী বিশ্বকাপে খেলবেন না মেসি।

এলএমটেনের ক্যারিয়ারের একমাত্র অপ্রাপ্তি হিসেবে ধরা হচ্ছিল বিশ্বকাপ ট্রফিকে। সর্বশেষ কাতার বিশ্বকাপে তিনি সেই অপূর্ণতা ঘুচিয়ে দিয়েছেন। দীর্ঘ সাড়ে তিন দশক পর আকাশী-সাদা জার্সিধারীদের দিয়েছেন সোনালী ট্রফি ছোঁয়ার স্বাদ। এরপর থেকে আলোচনা চলছে, ফিট থাকলে ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলতে পারেন মেসি। যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাবে যোগ দেওয়ায় সেই সম্ভাবনা আরও জোরালো হয়েছে।

আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম ক্লারিনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তেভেজ জানিয়েছেন, 'যেহেতু বিশ্বকাপের সময় এগিয়ে আসছে, সেহেতু সে (মেসি) বুঝতে পারবে ও আর একই জায়গায় নেই। সে ২০ বছর বয়সে যে ফর্ম দেখিয়েছে তার ৪০ বছর বয়সেও একই ফর্ম দেখতে চাইবে দল। এসব কারণে আমি করি সে আর বিশ্বকাপে খেলবে না।'

এরপর নতুন ক্লাব মায়ামিতে মেসিকে 'লিও অনেক খুশি এবং এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যা তার করা প্রতিটি গোলে ফুটে উঠেছে। সে মায়ামি সুখ খুঁজে পেয়েছে। যার কারণে পরিবারকে সঙ্গে নিয়েই পুরো সময়টাও উপভোগ করছে নতুন ঠিকানায়। পরিবার এবং সকারের মাঝে ভারসাম্য রাখা সুখে থাকার জন্য আদর্শ। সেই বিষয়টাই তার মাঠের পারফরম্যান্সে প্রভাব ফেলছে।'

এর আগে সাতবারের ব্যালন ডি'অরজয়ীর বিশ্বকাপ খেলার সম্ভাবনা নিয়ে কোচ লিওনেল স্কালোনিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তখন এই বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টাইন কোচ একটু ধোঁয়াশা রেখে দেন। বিষয়টা তিনি মেসির হাতে ছেড়ে দেন এবং সবার ওপরে তার সুখটাকেই প্রাধান্য দেন স্কালোনি। তবে কার্লোস তেভেজের এমনটা মনে হয় না। তার মতে বিশ্বকাপের সময় ৪০ বছর বয়সী মেসি একইরকম ফর্ম দেখাতে পারবেন না, আর বিষয়টি তিনি আগেই বুঝতে পারবেন!

মায়ামির হয়ে দারুণ ফর্ম দেখিয়ে চলেছেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। তাদের হয়ে সর্বশেষ ১০ ম্যাচে মেসির গোলসংখ্যা ১১টি। তার সামনে থেকে দেওয়া নেতৃত্বে ইতোমধ্যে মায়ামি প্রথমবারের মতো ইতিহাস গড়ে লিগস কাপের শিরোপা জিতেছে। এছাড়া ওপেন কাপেরও ফাইনালে উঠেছে ফ্লোরিডার ক্লাবটি।

নতুন নজির গড়লেন বিরাট কোহলি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চলমান এশিয়া কাপে নেপালের বিরুদ্ধে ম্যাচে নতুন মাইলফলক স্পর্শ করলেন বিরাট কোহলি। নেপালের ইনিংসের ৩০তম ওভারে সিরাজের বলে নেপালের আসিফ শেখের ক্যাচ ধরে নতুন নজির গড়েছেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক।

ম্যাচের ওই সময়ে শর্ট কভারে ফিল্ডিং করছিলেন কোহলি। সেখানেই আসে আসিফের ক্যাচ। এক হাতে ক্যাচ ধরেন তিনি। আসিফের দেওয়া ক্যাচ এক দিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কোহলির ১৪৩তম ক্যাচ। এর মাধ্যমে এক দিনের ক্রিকেটে ক্যাচের সংখ্যায় নিউজিল্যান্ডের রস টেলরকে টপকে গেলেন তিনি। চলে এলেন এই তালিকার চতুর্থ স্থানে। এক দিনের ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি ক্যাচ ধরার নজির রয়েছে শ্রীলঙ্কার সাবেক অধিনায়ক মাহেলা জয়াবর্ধনের। তিনি মোট ২১৮টি ক্যাচ ধরেছিলেন। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক রিকি পন্টিং। এক দিনের ক্রিকেটের ১৬০টি ক্যাচ রয়েছে তার ঝুলিতে। তালিকার তৃতীয় স্থানে রয়েছেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ আজহারউদ্দিন। তিনি এক দিনের আন্তর্জাতিকে ১৫৬টি ক্যাচ নিয়েছিলেন। ক্যাচে ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে মোহাম্মদ আজহারউদ্দিন রয়েছেন শীর্ষে। কোহলি রয়েছেন দ্বিতীয় স্থানে। ভারতীয়দের মধ্যে তালিকায় তৃতীয় স্থানে রয়েছেন শচিন তেন্ডুলকার। তার ক্যাচের সংখ্যা ১৪০টি।

বিশ্বকাপ দলে সুযোগ পেয়েই

অবসরের ঘোষণা দিলেন ডি কক!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর ডিসেম্বরে ভারতে টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে সিরিজ খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকা। কিন্তু তা সত্ত্বেও একই সময়ে অস্ট্রেলিয়ার ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি লিগ খেলার জন্য রাজি হয়ে যান কুইন্টন ডি কক।

এবার জানা গেল বিশ্বকাপ শেষে ওয়ানডে ফরম্যাট থেকে অবসরে যাবেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার।

অক্টোবরে অনুষ্ঠেয় বিশ্বকাপের জন্য আজ ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট। কিন্তু এরপর ডি ককের অবসরের ঘোষণা আসাটা অপ্রত্যাশিতই। বিশ্বকাপের পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কেবল টি-টোয়েন্টিই খেলবেন তিনি। ২০২১ সালে টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানান এই উইকেটরক্ষক।

ডি ককের অবসর প্রসঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট ডিরেক্টর এনোখ এনকুয়ে বলেন, 'কুইন্টন ডি কক সত্যিই দক্ষিণ আফ্রিকান ক্রিকেটের একজন ভালো ক্রিকেটার। আক্রমণাত্মক ব্যাটিং শৈলী দিয়ে সে নিজের মানদণ্ড স্থাপন করেছে এবং বছরের পর বছর দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিল। সে অধিনায়কত্বের আর্মব্যান্ডও পরেছে এবং এটা এমন এক সম্মান যা খুব কম লোকই পায়।'

'ওয়ানডে ক্রিকেট থেকে তার সরে আসার সিদ্ধান্তটি আমরা বুঝতে পেরেছি এবং বছরের পর বছর তার অবদানের জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমরা। ভবিষ্যতের জন্য তাকে শুভকামনা জানাই, তবে এখনো টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে তাকে প্রোটিয়াদের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে দেখতে মুখিয়ে আছি আমরা।'

২০১৩ সালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে অভিষেক হয় ডি ককের। একই বছর ভারতের বিপক্ষে সিরিজের তিন ম্যাচে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে তাক লাগিয়ে দেন এই ওপেনার। এখন পর্যন্ত ১৪০ ওয়ানডে খেলে ৪৪.৮৫ গড়ে ৫ হাজার ৯৬৬ রান করেছেন তিনি। এছাড়া গ্লাভস হাতে ডিসমিসাল করেছেন ১৯৭টি। এদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার বিশ্বকাপ দলে তেমন কোনো চমক নেই। অস্ট্রেলিয়া সিরিজের ১৮ সদস্যের দল থেকে বাদ পড়েছেন ডেওয়াল্ড ব্রেভিস, ট্রিস্টান স্টাবস ও ওয়েইন পারনেল।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিশ্বকাপ দল: টেম্বা বাভুমা, গেরাল্ড কোজি, কুইন্টন ডি কক, রেজা হেনড্রিকস, মার্কো ইয়ানসেন, হাইনরিখ ক্লাসেন, সিসান্ডা মাগালা, কেশভ মহারাজ, এইডেন মারক্রাম, ডেভিড মিলার, লুঙ্গি এনগিদি, আনরিখ নরকিয়া, কাগিসো রাবাদা, তাবরাইজ শামসি, রাসি ফন ডার ডুসেন।

সাবেক প্রেমিকাকে নির্যাতনের অভিযোগ,

ব্রাজিল দল থেকে বাদ আন্তনি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সাবেক প্রেমিকাকে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে আন্তনির বিরুদ্ধে। এ কারণে ব্রাজিল দল থেকে বাদ পড়েছেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের উইঙ্গার।

বলিভিয়া ও পেরুর বিপক্ষে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচের ব্রাজিল স্কোয়াডে ছিল আন্তনির নাম। কিন্তু তার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উঠেছে, তার সঠিক তদন্ত হওয়া প্রয়োজন বলে জানিয়েছে ব্রাজিলিয়ান ফুটবল ফেডারেশন। ফলে দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে তাকে। আন্তনির বদলে ব্রাজিল ডাক পেয়েছেন আর্সেনালের স্ট্রাইকার গ্যাব্রিয়েল জেসুস।

এর আগে গতকাল সোমবার ব্রাজিলের সংবাদমাধ্যম 'ইউওএল' আন্তনির সাবেক প্রেমিকা গ্যাব্রিয়েলার অভিযোগটি প্রকাশ্যে আনে। এরইমধ্যে সাও পাওলো এবং গ্রেটার ম্যানচেস্টারের পুলিশ অভিযোগের তদন্ত শুরু করেছে। যদিও আন্তনি নিজে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে আন্তনি লিখেছেন, 'আমি শান্তভাবে বলছি, আমার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে সেগুলো মিথ্যা। যেসব তথ্য-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে পেশ করা হবে, সেগুলোই দেখাবে যে আমি নির্দোষ। আমি বিশ্বাস করি, চলমান পুলিশি তদন্ত আমার নির্দোষ হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করবে।' আন্তনির বিরুদ্ধে অভিযোগ, গত ১৫ জানুয়ারি ম্যানচেস্টারের একটি হোটেল রুমে সাবেক প্রেমিকা কাভালিনকে নির্যাতন করেছেন। এক পর্যায়ে আন্তনি নিজের মাথা দিয়ে কাভালিনকে আঘাত করেন। যে কারণে কাভালিনের মাথা কেটে যায় এবং চিকিৎসা নিতে হয়। এমনকি তার বুকেও নাকি আঘাত করেন আন্তনি। এজন্য তার সিলিকন দিয়ে কৃত্রিমভাবে স্থাপন করা স্তনের ক্ষতি হয়েছে এবং আবার অস্ত্রোপচার করতে হয়েছে।

এদিকে আন্তনি এক বিবৃতিতে দাবি করেছেন, তার সঙ্গে সাবেক প্রেমিকার সম্পর্ক টালমাটাল অবস্থায় ছিল। কিন্তু এ কারণে কোনোপ্রকার শারীরিক আক্রমণ তিনি করেননি তিনি। গত জুনেও একবার আন্তনির বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছিলেন তার সাবেক প্রেমিকা। তখনও অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন ব্রাজিলিয়ান তারকা।

আন্তনির বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত নিয়ে গ্রেটার ম্যানচেস্টার পুলিশ জানিয়েছে, কাজ চলছে। তবে এখনই বিস্তারিত কিছু জানাতে রাজি নয় তারা। অন্যদিকে আন্তনির বর্তমান ক্লাব ইউনাইটেডও এখনই কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। এর আগে ক্লাবটির ফরোয়ার্ড ম্যাসন গ্রিনউডের বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছিল। ছয় মাসের তদন্ত শেষে তাকে আলোচনার মাধ্যমে ক্লাবছাড়া করা হয়। ২১ বছর বয়সী ম্যাসনকে গত সপ্তাহে স্প্যানিশ ক্লাব গেতাফেতে ধারে খেলতে পাঠানো হয়েছে।

'ম্যাচ-ডে' পরিবর্তন করতে

কিংসকে মোহনবাগানের অনুরোধ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এএফসি কাপের গ্রুপ পর্বের ম্যাচ ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে। হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে ভিত্তিতে এবার গ্রুপ পর্বে প্রতি দল ছয়টি করে ম্যাচ খেলবে।

ভারতের ঐতিহ্যবাহী ক্লাব মোহনবাগান বসুন্ধরা কিংসকে হোম-অ্যাওয়ে ম্যাচ অদল-বদলের প্রস্তাব দিয়েছে।

এএফসি'র সূচি অনুযায়ী ২৪ অক্টোবর বসুন্ধরা কিংসকে আতিথ্য দেওয়ার কথা মোহনবাগানের। ঐ সময় কলকাতায় দূর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে। কলকাতার বড় ধর্মীয় উৎসবের দিন ম্যাচ আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা কষ্টসাধ্য। তাই মোহনবাগান ২৪ অক্টোবর হোম ম্যাচের পরিবর্তে অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে চায় কিংস অ্যারেনায়। এএফসি'র সূচি অনুযায়ী দুই দলের ফিরতি লেগ ৭ নভেম্বর। এর ভেন্যু ছিল কিংস অ্যারেনা। মোহনবাগানের অনুরোধ ৭ নভেম্বর তারা হোম ম্যাচ আয়োজন করতে চায়। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব বসুন্ধরা কিংস মোহনবাগানের অনুরোধের প্রেক্ষিতে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত জানায়নি। কিংসের প্রেসিডেন্ট ইমরুল হাসান বলেন, 'এএফসির চিঠি আমরা পেয়েছি। দ্রুত সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হবে।

এশিয়ার ক্লাব ফুটবলের দ্বিতীয় স্তর এএফসি কাপ। দক্ষিণ এশিয়ার ক্লাবগুলো ডি গ্রুপ পড়েছে। এই গ্রুপ বসুন্ধরা কিংসের অন্য প্রতিপক্ষগুলো হচ্ছে মালদ্বীপের মাজিয়া স্পোর্টস এন্ড রিক্রিয়েশন, ভারতের মোহনবাগান এবং উড়িষা এফসি। হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ে ভিত্তিতে ১১ ডিসেম্বর ৬ ম্যাচ শেষে গ্রুপের শীর্ষ দল পরবর্তী রাউন্ডে উত্তীর্ণ হবে। করোনার জন্য গত মৌসুমে হোম অ্যান্ড অ্যাওয়ের পরিবর্তে একটি কেন্দ্রীয় ভেন্যুতে প্রতিটি গ্রুপের খেলা হয়েছিল। বসুন্ধরা কিংসের গ্রুপ থেকে ভারতের মোহনবাগান পরবর্তী রাউন্ডে উত্তীর্ণ হয়েছিল।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR